CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 June 2022 ■ আগরতলা ৯ জুন, ২০২২ ইং ■ ২৫ জৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হাফলংয়ের সারাই অনিশ্চিত, বিকল্প রেলপথের কাজ শুরু হচ্ছে

হাফলং, ৮ জুন।। বড়াইল পাহাড়কে এড়িয়েই এবার লংকা-চন্দ্রনাথপুর নতুন বিকল্প রেলপথ নির্মাণ হবে। লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে রেলপথ নির্মাণের সমীক্ষার আগেই লংকা-চন্দ্রনাথপুর বিকল্প রেলপথটি নির্মাণের জন্য সার্ভে করেছিল রেল বিভাগ। কিন্তু সে সময় রেলবিভাগ এই বিকল্প রেলপথটি নির্মাণের বিষয়টি হিমঘরে পাঠিয়ে পরবর্তীতে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে রেলপথ নির্মাণের জন্য সমীক্ষা চালিয়ে বরাইলের মধ্য দিয়ে ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বর্তমানে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে রেলপথের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দেওয়ায় এবার বড়াইল পাহাড়কে এড়িয়ে লংকা-চন্দ্রনাথপুর বিকল্প নতুন রেলপথ নির্মাণের জন্য চূড়ান্ত জরিপের কাজ অবিলম্বেই শুরু হবে। ইতিমধ্যে রেলমন্ত্রক চূড়ান্ত জরিপের জন্য ৪৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি দিয়েছে।

তবে এবার লংকা থেকে চন্দ্রনাথপুর যে নতুন বিকল্প রেলপথটি নির্মাণ হবে এই রুটে প্রায় পাহাড় নেই বললেই চলে। লংকা থেকে উমরাংসো কবাক হয়ে চন্দ্রনাথপুরে পৌঁছবে প্রস্তাবিত রেলপথটি। পাহাড় বলতে শুধু উমরাংসো থেকে কবাক পর্যন্ত কিছু জায়গা এবং তার আগে ও পরে প্রায় সমতল এলাকা।

এদিকে এই রেলপথ নির্মাণ হলে গুয়াহাটি থেকে বদরপুর পৌঁছতে অনুমানিক ৮ ঘণ্টা সময় লাগবে বলে জানা গেছে। বর্তমানে লামডিং থেকে বদরপুর পর্যন্ত হিল সেকশনে রেলপথে বদরপুরের দূরত্ব ২১০ কিলোমিটার। এবার লংকা থেকে চন্দ্রনাথপুর পর্যন্ত যে বিকল্প রেলপথটি

ফাইচ ছবি

হবে তার দূরত্ব ২০৮ কিলোমিটার। কিন্তু এই রেলপথটি লামডিং-বদরপুর হিলসেকশন থেকে অনেক নিরাপদ হবে। কেননা ওই রুটে এমন উঁচু পাহাড় নেই। বৃষ্টি হলে ওই সব স্থানে ভূমিঙ্খলনেরও সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইন নির্মাণ করতে গিয়ে ছয় হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এরপর ওই রেলপথ শুরু হওয়ার সাত বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এবার এই রেলপথ সচল করতে গিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ হিমশিম খাচ্ছেন।

বিশেষ করে হিল সেকশনের লামডিং-বদরপুর রেলপথের ডাইভার্শন এলাকা এই ভূমিঙ্খলনের পর আরও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। লামডিং-বদরপুর রেলপথ নির্মাণকালে কাজের গুণগত মান নিয়েও বহু প্রশ্ন ওঠেছিল। এমন-কি এই রেলপথের ডাইভার্শন অংশের মাটির গুণগত মান নিয়েও নানা প্রশ্ন তুলেছিল ওয়াকিবহাল মহল। কিন্তু রেলবিভাগ এ সবকে তোয়াক্কা না করেই রেলপথটি নির্মাণ করে। এই রেলপথ নির্মাণ হওয়ার পর যে সিআরএস পরিদর্শন হয়েছিল সে সময় কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি সুদর্শন নায়কও নিউহাফলং থেকে ডিটেকছড়া, চন্দ্রনাথপুর পর্যন্ত রেলপথ পরিদর্শন করে কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে বিস্তারিত উল্লেখও করেছিলেন।

রিপোর্টে তিনি বলেছিলেন, এই রেলপথের সেতু ও টানেলের ডিজাইনে গলদ রয়েছে। তিনি এ-কথাও বলেছিলেন, রেলপথ নির্মাণ করতে গিয়ে যেভাবে পাহাড় কাটা হয়েছে তা একেবারে বিজ্ঞানসম্মত হয়নি। যে কোনও সময় এ সব পাহাড় ধসে পড়তে পারে। তাই এই রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল নিরাপদ নয়।

এবারের বৃষ্টিতে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের ৮৫ কিলোমিটার অংশ বিধ্বস্ত হওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু রেল সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি সুদর্শন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত চৌদ্দজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর/ অমরপুর, ৮ জুন।। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কৈলাসহর বিদ্যানগর এলাকায় দুর্ঘটনায় পড়ে এক ম্যাজিক গাড়ি। গুরুতর আহত নয়জন যাত্রী। গাড়িটি বিদ্যানগর এলাকায় আসতেই অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয়রা দমকল কর্মীদের খবর দিলে, ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলকর্মীরা। দমকলকর্মীরা আহতদের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার জন্য প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসীর অভিযোগ অতিরিক্ত গতিতে যান চলাচলের ফলে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশ এবং ট্রাফিকের কোন ধরনের ব্যবস্থাপনার না থাকায় প্রাণহানির ঘটনাও ঘটতে পারে। স্থানীয়রা আরো জানায়, কৈলাসহর-কুমারঘাট ও বিকল্প জাতীয় সড়ক ২০৮ এর নির্মান কাজ চলার কারনে ছোট মাঝারি ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাওয়াইবাড়িতে কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জুন।। ট্রাফিক পুলিশ নাকা চেকিং-এ বসে বাজেয়াপ্ত করলো বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াই বাড়ি ড্রপ গেইট এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায়।

সংবাদে জানা যায়, পিবি১১বিএন৫৬৫৫ নম্বরের একটি দূরপাল্লা লরি আগরতলা থেকে বহিঃরাজ্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াই বাড়ি নাকা চেকিং করছিল তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ইউনিট এর পুলিশকর্মীরা। পুলিশ দেখতে পায় গাড়িতে ভর্তি বাঁশের চারা রয়েছে। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের সন্দেহ হয় গাড়িতে কিছু জিনিস রয়েছে। পুলিশকর্মীরা গাড়িতে থাকা বাঁশের চারাগুলি আনলোডিং করে দেখতে পায় প্রচুর পরিমাণে গাঁজার প্যাকেট রয়েছে। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা ও বড়দোয়ালী কেন্দ্রের ভোটকর্মীদের দেয়া হল প্রশিক্ষণ

আশি উর্ধ, দিব্যাঙ্গ ও করোনা আক্রান্তদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটাধিকার, আবেদন জমা পড়ল ৬৮১টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। উপনির্বাচনকে ঘিরে ভোট কর্মীদের আজ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৩ জুন ত্রিপুরার ৪টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এদিন ৬ আগরতলা ও ৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর শিশু বিহার স্কুলে চলেছে ওই প্রশিক্ষণ। এদিন ৫ জনের টিম বানিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে আজ বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার তথা সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা। তিনি বলেন, এবার উপনির্বাচনে নতুন সংযোজন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে শুধু ভোটের কাজে নিযুক্তরাই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারতেন। এখন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোটার তালিকায় থাকা ৮০ ঊর্ধ এবং দিব্যাঙ্গরা আবেদন করলে তাঁরাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। সাথে সন্দেহজনক করোনা আক্রান্তরাও একইভাবে ভোট দিতে পারবেন। সেই অনুযায়ী তালিকা তৈরি করে ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের বিষয়ে অবগত করা হয়েছে। যারা ফর্ম ফিলাপ করে আবেদন জানিয়েছেন কেবল তাদের ভোট ব্যালট পেপারে নেওয়া হবে।

তিনি জানান, এক্ষেত্রে ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ২৯১ জন এবং ৮ টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রে ৩৯০ জন পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার আবেদন করেছেন। ৯ জুন প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হলে এরপর তাদের ভোট নেওয়া হবে। তিনি বলেন, পোস্টাল ব্যালট সহ এআরও, সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ তাদের বাড়ি যাবেন। থাকতে পারেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও। তাদের উপস্থিতিতে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন ওই ভোটাররা।

তাঁর কথায়, প্রথম দিন ভোটারদের বাড়িতে না পেলে দ্বিতীয় দিন ফের যাবেন ভোট কর্মীরা। কিন্তু দ্বিতীয় দিন অনুপস্থিত থাকলে তারা আর ভোট দিতে পারবেন না। ভোট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেহাল চন্দ্র নগরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত নিগমের কর্মীকে অফিস ঘরে তালাবন্দী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার দাবিতে বিশালগড়ের নেহাল চন্দ্রনগর এলাকার জনগণ বিদ্যুৎ নিগমের অফিসের ভিতরে বিদ্যুৎ কর্মীকে তালা বন্ধী করে রাখেন দীর্ঘক্ষণ। অবশেষে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ওই বিদ্যুৎকর্মী তালাবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পান। দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে এক বিদ্যুৎ কর্মীকে অফিসের ভেতর তালাবদ্ধ করে রাখে ক্ষুব্ধ জনতা।

ঘটনা বিশালগড় থানাধীন নেহাল চন্দ্রনগর বাজারস্থিত বিদ্যুৎ অফিসে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বহুদিন যাবৎ সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই পুরাতন রাজনগর এলাকায় দু-তিন দিনের জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মঙ্গলবার রাতেও সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এরপর থেকেই গোটা পুরাতন রাজনগর এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যার দরুন চরম বিপাকে পড়তে হয় গোটা এলাকার জনগণকে।

বুধবার এলাকার ক্ষুব্দ জনগণ নেহাল চন্দ্রনগর বাজারস্থিত বিদ্যুৎ অফিসে এসে এক বিদ্যুৎ কর্মীকে ঘরের ভেতরে দীর্ঘক্ষণ তালা বন্ধ করে রাখে। তাদের দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে দেওয়া হবে ততক্ষণ অফিসের তালা খোলা হবে না। ঘরে আবদ্ধ হওয়া বিদ্যুৎকর্মী জানায় এই অফিসে মোট তিনজন কর্মী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বাড়ছে চুরি পুলিশের ভূমিকায় জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। বিশালগড় এর বিস্তীর্ণ এলাকায় চোরের উপদ্রব দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে দিশেহারা বিশালগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। বাদ যাচ্ছেনা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দিনদিন চরম অবনতির দিকে যাচ্ছে বিশালগড়ের পরিস্থিতি। একদিকে নেশার রমরমা, অন্যদিকে জমির দালালি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক হাঙ্গামা।

সাথে রয়েছে চুরির ঘটনা। তাতে রীতিমত দিশেহারা বিশালগড় এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষ। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুল থেকে বিকেল পাঁচটায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সিলিং ফ্যান চুরি করে নিয়ে যায় চোর। বুধবার দুপুর ২ টায় সংবাদমাধ্যমকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান স্কুলের শিক্ষকরা। সংবাদে প্রকাশ বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলে মঙ্গলবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীকে কুপিয়ে ঘায়েল করে হাসপাতালে পাঠিয়ে পলাতক স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। স্ত্রীর দায়ের কোপে গুরুতর আহত স্বামী। অভিযুক্ত স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে রাধা কিশোর পুর থানায়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত স্ত্রী পলাতক বলে জানা গেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার উদয়পুর চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা পিন্টু ঘোষ নিত্য দিনের মতো কাজ কর্ম সেরে রাতে বাড়িতে ফেরেন।

পরিবার সূত্রে খবর, বাড়িতে যাবার পর স্বামী পিন্টু ঘোষ ও স্ত্রী রিঙ্কু সরকার ঘোষের মধ্যে সামান্য কথা নিয়ে শুরু হয় ঝগড়া। এই থেকে হয় হাতাহাতি। পিন্টু এক সময় স্ত্রীর উপর হাত তুলে। আর এতে ক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রী রিঙ্কু রান্না ঘর থেকে দা নিয়ে এসে স্বামী পিন্টুর গলায় কোপ বসায়। পিন্টুর চিৎকারে তাঁর মা দৌড়ে এসে রিঙ্কুর হাত থেকে দা ছিনিয়ে নেন। ছুটে আসেন এলাকার লোকজন। পিন্টুকে নিয়ে যাওয়া হয় গোমতী জেলা হাসপাতালে।

বর্তমানে পিন্টু জেলা হাসপাতালের শল্য বিভাগে চিকিৎসাধীন। পিন্টু ও তার মা জানান গত সাড়ে তিন বছর আগে সামাজিক ভাবে বিয়ে হয়েছিল তাদের। বর্তমানে তিনবছরের একটি পুএ সন্তান রয়েছে। রাধা কিশোর পুর থানায় পিন্টু একটি মামলা করছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে। পিন্টু আরো অভিযোগ করে বিয়ে পর দুই তিন বার পেট্রোল দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে স্ত্রী। পরবর্তীতে এই ঘটনাটি পিন্টু তার শশুড় বাড়িতে জানলে শশুড় বাড়ির লোকজনরা ঘটনায় কোন কর্ণপাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনমালীপুরে জন সংযোগ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বুধবার তিনি দিনের শুরুতেই পূজা দিলেন মাতাবাড়িতে। বিকালে আগরতলায় শ্রী শ্রী অনুকুল ঠাকুর আশ্রমে পুজা দিলেন।

তারপর তিনি নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র বনমালিপুরে বিজেপি মন্ডল অফিসে দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে কথা বলেন। সেখানে বেশ কয়েকজন নতুন ভোটারের সাথেও মতবিনিময় করেছেন। মত বিনিময়ের সময় অনেক কর্মী সমর্থক রীতিমতো আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি।

টাউন বড়দোয়ালী এবং আগরতলা কেন্দ্রের ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বুধবার। ছবি নিজস্ব।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রস্তুত করল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। এবার বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় দাড় করালো কংগ্রেস। বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রস্তুত করলেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের আদালতে বিচার চাইল কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করে এই চার্জশিট তৈরি করেছেন। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বিষয়টি জনসম্মুখে তুলে ধরা হয়।

এই চার্জশিটে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বিজেপি সরকার ঘরে ঘরে রোজগার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে এখন পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি ৫ শতাংশ সফল হয়নি। প্রতিবছর ৫০ হাজার চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু চার বছরে নেতাদের গাড়ি বাড়ি কোটি টাকার সম্পত্তি হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কোনো উন্নতি হয়নি। সেই চার্জশিট অনুযায়ী, মানুষ অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি করছে। বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি সরকার।

চার বছরে বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদান দুরের কথা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নামে সরকারি বিদ্যালয় থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকার পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ। অপরাধজনক ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মোট ১৩ চার্জশিট গঠন করেছে কংগ্রেস। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক অজয় কুমার বলেন, আগরতলা শহরে সিসি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও অপরাধমূলক ঘটনা কমছে না। এর পেছনে মূলত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নজিরবিহীন ঘটনা, জমির মালিকের মামলায় কোর্টের রায়ে সরানো হচ্ছে পঞ্চায়েত অফিস

চাকমাঘাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জুন।। বাম আমলে সরকারি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পঞ্চায়েতের জন্য জায়গা দানের পরিবর্তে সরকারি চাকরি কিংবা সুযোগ-সুবিধা না পাওয়াতে কোর্টের নির্দেশ মূলে প্রদান করার জায়গা ফিরিয়ে পেতে তৎপর জায়গার মালিক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে বুধবার দুপুরে। পরে ছাড়তে হল পঞ্চায়েত ঘর। ঘটনাস্থলে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সহ ব্লক প্রশাসন।

সংবাদে জানা যায়, আজ থেকে ১৪-১৫ বছর পূর্বে চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয় নির্মাণ করার জন্য চাকমা ঘাট এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দে এর কাছ থেকে তিন গন্ডা জায়গা নেওয়া হয়। সে সময়ের সরকারি ভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সরকারি চাকরি কিংবা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে বিশ্বজিৎ দে এর পরিবারের জন্য। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কিছুই পাইনি বিশ্বজিৎ দে। সেই সময় স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে বেশ কয়েকবার। তারপরেও সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরন না হওয়াতে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বিগত সাড়ে তিন বছর পূর্বে নিজের জায়গা ফিরে পাওয়া জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়। দীর্ঘদিন এই মামলাটি আদালতে চলার পর আদালত রায় দান করে বিশ্বজিৎ এর পক্ষে।

বুধবার দুপুরে বিশ্বজিৎ দে আদালতের রায়ের উপর ভিত্তি করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশে সহযোগিতায় নিজের জায়গা ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে যায়। প্রথমে বিশ্বজিৎ দে কথা বলেন পঞ্চায়েত সচিব শংকর রায়ের সাথে। আদালতের নির্দেশ অনুসারে পঞ্চায়েতের জায়গাটি উনার বলে দাবি করে। এ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের বি ডি ও দেবপ্রিয়া দাস এবং ব্লক এর ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ।

এদিকে বিশ্বজিৎ দের সাথে ব্লক প্রশাসনের কর্মকর্তারা তিন দিনের জন্য পঞ্চায়েতে কাজ কর্ম করার আবেদন জানিয়ে থাকলেও বিশ্বজিৎ দে সাফ জানিয়ে দেয় কাজ করা যাবে না। এদিকে বিশ্বজিৎ দে বলেন, চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত ঘর নির্মাণ করার জন্য তার কাছ থেকে জায়গাটি চাওয়া হয়েছিল দীর্ঘ প্রায় ১৪-১৫ বছর পূর্বে। সেসময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সরকারি সুযোগ-সুবিধা কিংবা চাকরি প্রদান করা হবে তাকে। কিন্তু বছর কয়েক ঘনিয়ে গেলেও চাকরি কিংবা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকায় বারকয়েক বাম আমলের নেতা-নেত্রীর সহ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

এদিকে এ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ। তিনি বলেন, সাড়ে তিন বছর পূর্বে যখন বিশ্বজিৎ দে জায়গার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল পঞ্চায়েতের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তার পরিবারের জন্য ব্যবস্থা করা হবে। সেসময় বিশ্বজিৎ দে কে অবগত করা হয়েছিল পঞ্চায়েত বাসীদের জন্য জায়গাতে যেন প্রদান করা হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মথায় যোগ দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়ার স্ত্রী

আইপিএফটি সাইনবোর্ড সর্বস্বে পরিণত হবে ঃ প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। আই পি এফ টি নেত্রী গীতা দেববর্মা বুধবার অন্যান্য কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তিপ্রা মথায় যোগদান করেছেন। বুধবার সন্ধ্যায় রাজ অন্দরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ বিষয়ে জানিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন।

তিনি বলেন দলের একটি পলিসি, সেটা হল থানসা। বহুদিন ধরেই গীতা দেববর্মার সাথে কথা হয়ে রয়েছে। তিনি আইপিএফটি দলে ছিলেন। গীতা দেববর্মার লক্ষ্য এবং তিপ্রা মথার লক্ষ এক। গ্রেটার তিপরাল্যান্ড। এবং তাদের আদর্শ ৯৯.৯৯ শতাংশ মিল রয়েছে। তিপ্রাসাদের জন্য কাজ করতে চান তিনি। তাই তিনি তিপ্রা মথায় যোগদান করেছেন। মহারাজ আরো বলেছেন, ২০২৩ হবে একেবারের জন্য শেষ যুদ্ধ। তাই থানসা হয়ে কাজ করতে চান বলে জানিয়েছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। তবে মেবার কুমার জমতিয়াকে আইপি এফ টি দল থেকে কোণঠাসা করার পরই উনার স্ত্রী গীতাদেববর্মার তীপ্রা মথা দলে যোগদান নিয়ে গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৫১ ▫ ৯ জুন ২০২২ ইং ▫২৫ জ্যৈষ্ঠ ▫বৃহস্পতিবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

পরিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতাই উপযুক্ত শিক্ষা

আমরা প্রতি বছর পাঁচ জন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালন করিয়া থাকি। দিপুশ্রী অনেকটা আনুষ্ঠানিক নির্ভরতা হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে সরকারি কোষাগার অর্থ ব্যয় করিয়া পরিবেশ দিবস পালন করা হয় অন্যদিকে একাংশের মানুষজন পরিবেশকে প্রতিনিয়ত করিয়া চলিয়াছে। পরিবেশ দিবসের এই অনুষ্ঠানকে বাস্তব রূপ দিতে হইলে প্রত্যেকের জনগণকে সচেতন হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে মানুষ সবচাইতে সচেতন জীব।সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষকে আরো পরিবেশবান্ধব মনের মানসিকতা নিয়া কাজ করিতে হইবে। করোনা পরিস্থিতি কাটাইয়া মানুষ ঘুরিয়া দাড়াইতে শুরু করিয়াছে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কবলে পরিয়া মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়া মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখিন হইয়াছে। করোনার ভয়াবহতা কিছুটা কমিবার পর মানুষ পুনরায় ঘুরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা শুরু করিয়াছে। সেক্ষেত্রেও নানা বাধা-বিপত্তি দেখা দিতেছে। তদুপরি প্রচেষ্টার কোন অন্ত নাই।করোনার তৃতীয় ঢেউ সামাল দিতে জেরবার গোটা দেশ। ইতিমধ্যে ভ্যাকসিনের একটি বা দু'টি ডোজ নিয়াছেন বেশিরভাগ নাগরিক। তাই তাঁহারা নিজেদের শারীরিকভাবে অনেকটা নিরাপদ মনে করিতেছেন। তাহা সত্ত্বেও মহামারীর কারণে দুশ্চিন্তার শিকার বেশিরভাগ মানুষ। তাহারা শান্তিতে নাই। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা থেকে এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে। করোনা আবারো ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে বলিয়া তাহারা মনে করিতেছে না। তবে এর জেরে কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, পারিশ্রমিক কমিয়া যাওয়া সহ নানা কারণে আর্থিক সংস্থান নিয়া চিন্তা বাড়িবে। করোনাকালে নাগরিকদের ওপর একটি সমীক্ষা চালায় এসবিআই লাইফ। মোট পাঁচ হাজার মানুষকে নিয়া সমীক্ষা করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে এই জীবনবিমা সংস্থা। তাহাদের রিপোর্ট থেকে দেখা যাইতেছে , পরিস্থিতি আগামী দিনে আরও খারাপ হইবে বলিয়া মনে করিতেছেন ৩৮ শতাংশ মানুষ। তবে করোনা সংক্রমণ বাড়িয়া গিয়া এমন পরিস্থিতি হইবে বলিয়া তাহারা মনে করিতেছে না। চাকরির অনিশ্চয়তা এবং রোজগার কমিয়া যাওয়াই মূল কারণ বলিয়া মনে করিতেছে তাহারা। ৫৯ শতাংশ মানুষ মনে করিতেছেন, কাজের জায়গায় কোনও সমস্যা হইতে পারে। প্রায় সম পরিমাণ মানুষ মনে করিতেছেন, আগামী দিনে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ অনেকটাই বাড়িয়া যাইতে পারে। সেই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখা মুশকিল। করোনা পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের শরীরস্বাস্থ্য নিয়া চিন্তায় রহিয়াছেন প্রায় ৫৮ শতাংশ মানুষ। আর্থিক সমস্যা নিয়া এই উদ্বেগ যে একেবারেই অমূলক নয়, তাহাও স্পষ্ট হইয়াছে সমীক্ষা থেকে। জানা গিয়াছে, সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৭৯ শতাংশ মানুষই বলিয়াছেন, গত দু'বছরে করোনা পরিস্থিতির কারণে তাঁহাদের রোজগার কমিয়াছে অনেকটাই। করোনা আসার আগে কেউ কেউ যাহা রোজগার করিতেন, এই দু'বছরে তাহার তিনভাগের একভাগও আয় করিতে পারেননি। তবে সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে কিছু ইতিবাচক দিকও উঠিয়া আসিয়াছে। আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়িয়াছে। এখন প্রতি চার জনের মধ্যে তিন জনই সঞ্চয়ের ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করিতেছেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। করোনা-পর্ব শুরু হইয়াছিল ২০২০ সালের মার্চ থেকে। গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের শুরু থেকেই সঞ্চয় বাড়ানোর প্রবণতা ধরা পড়িয়াছে সমীক্ষায়। কিন্তু করোনা পর্বে এই পরিস্থিতি খানিকটা হইলেও বদলাইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে ওই সমীক্ষায়। একথা অনস্বীকার্য যে, করোনার ভয়াবহতা কাটাইয়া মানুষকে আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পৃথিবীতে সৃষ্টি যেমন আছে, তেমনি প্রলয়ও থাকিবে এটা চিরন্তন সত্য। সৃষ্টি এবং প্রলয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি আমরা। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিবার কোন উপায় নাই। একমাত্র প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রাখিতে পারিলেই পৃথিবীতে বসবাস অযোগ্য হইয়া ওঠা সম্ভব হইবে। সৃষ্টির সবচেয়ে উন্নত প্রাণী মানুষ। মানুষ ইচ্ছা করিলেই প্রকৃতিকে খুশি রাখিতে সক্ষম। প্রকৃতির উপর অনাচার অত্যাচার বন্ধ করিবার মধ্য দিয়াই মানবসভ্যতাকে যুগ যুগ ধরিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখিতে হইবে আমাদের এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। অন্যথায় আমাদেরকে জবাবদিহি করিতে হইবে।

উদ্বোধন হতে চলেছে সিঙ্গুরের কামারকুণ্ডু রেল ওভারব্রিজ

হুগলি, ৮ জুন (হি. স.) : রাজনৈতিক টানাপড়েনে দ্বিতীয়বার ফের উদ্বোধন হতে চলেছে সিঙ্গুরের কামারকুণ্ডু রেল ওভারব্রিজ। রাজ্যে সরকারের পর এবার রেলের তরফে উদ্বোধন করা হবে ওই রেল ওভারব্রিজ। আগামী ১০ জুন উদ্বোধনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।সূত্রের খবর, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপুরূপা পোদ্দার, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, হুগলির বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়-সহ রেলের কিছু পদস্থ আধিকারিক।গত শুক্রবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ব্রিজটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে রেলের কোনও কর্তাকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমন্ত্রণ পাননি বিজেপির কোনও সাংসদ-বিধায়কও। বিজেপির অভিযোগ, ওই ওভারব্রিজ তৈরির জন্য রাজ্য সরকার যেমন টাকা দিয়েছে, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারেরও টাকা রয়েছে। তা সত্ত্বেও উদ্বোধনের বিষয় রেলকে কিছু জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি রাজ্য সরকার। এ ব্যাপারে রেলের তরফে রাজ্য সরকারকে চিঠিও দেওয়া হয়। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই চিঠির কোনও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি।এই অবস্থায় মূলত পূর্ব রেলের উদ্যোগে ১০ জুন ফের ওই রেল ওভারব্রিজ দ্বিতীয়বার উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগের দিনের অনুষ্ঠানে বিজেপির কেউ ডাক না পেলেও ১০ তারিখের অনুষ্ঠানে আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

জ্যৈষ্ঠ অষ্টমীতে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৮ জুন(হি.স) : বুধবার সমস্ত দেশবাসীসহ কাশ্মীরি পণ্ডিত বোন ও ভাইদের জ্যৈষ্ঠ অষ্টমীর শুভ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করেছেন, 'সমস্ত দেশবাসী, বিশেষ করে আমার কাশ্মীরি পণ্ডিত বোন ও ভাইদের জ্যৈষ্ঠ অষ্টমীর শুভেচ্ছা। আমরা সকলের মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য মাতা খীর ভবানীর কাছে প্রার্থনা করি।”

ভাদু শেখ খুনে অভিযুক্তদের জামিন খারিজ আদালতের

কলকাতা, ৮ জুন(হি.স) : তৃণমূল নেতা ভাদু শেখ খুনে অভিযুক্তদের জামিন খারিজ করল আদালত। বুধবার ছয় অভিযুক্তকে রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে আইনজীবী জামিন চেয়ে আদালতে আবেদন করেন। কিন্তু রামপুরহাট মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত মুখ্য দায়রা বিচারক সেই জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন। ধৃতদের ফের তিনি ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।গত ২১ মার্চ বীরভূমের রামপুরহাটে বোমা ও গুলি মেরে খুন করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের উপ-প্রধান ভাদু শেখকে।

কাশ্মীর, কাশ্মীরী ও তাঁর যন্ত্রণা

পাঠক মিত্র

কাশ্মীর প্রাণ কেড়ে নেওয়ার ছবি ধারাবাহিভাবে চলছে। জঙ্গি বা নিরাপত্তা কর্মীর প্রাণের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের প্রাণ। সম্প্রতি এক শিক্ষিকা খুন খুন হয়েছেন। খবরে প্রকাশ এঁরা সকলেই হিন্দু। মানুষের মৃত্যু এখন হয়তো আর বড়ো হয়ে ওঠে না। যদি না তাঁর ধর্ম ও জাতের পরিচয় না থাকে। আর এই হত্যায় স্বভাবতই হত্যাকারীর ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন এসে যায়। যদিও হত্যাকারী বা খুনির কোনো ধর্ম হয় না। তবুও সেই পরিচয়ের প্রকাশে একটা উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কারো অজানা নয়। তবু তা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু করার হাওয়া তোলা আজ আর অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। প্রায় দু'বছর আগে কাশ্মীরে রাস্তার ওপরে বুলেটে মৃত দাদুর বুকে বসে ক্ষুদে নাতির কান্নার এক মর্মান্তিক ছবি ভাষা হারিয়ে দিয়েছিল সকলের। কিন্তু এই ছবিতে ভাষা খুঁজে পেয়েছিলেন তদানীন্তন বিজেপি দলের মুখপাত্র। ভাষা খুঁজে পাওয়ারই কথা। কাশ্মীরের মানুষের মুখে ভাষা দেওয়ার জন্য তাঁর গর্বিত দলের সরকার কথা দিয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন ৩৭০ ধারায় কাশ্মীরের উন্নয়ন ও বিকাশ সেভাবে হয়নি। তাই এই ধারা সামরিক ঘেরাটোপে বিলোপ করে কাশ্মীরকে কাশ্মীরেবাসীর কাছে সহজে উন্নয়ন ও বিকাশ পৌঁছে দেওয়ার গর্বে গর্বিত এখনো। এই ধারার জন্য অশান্ত কাশ্মীর নাকি ফিরে পাবে চির শান্তি। তবে হ্যাঁ সেই শান্তি কাশ্মীরে ফিরে না এলেও শিক্ষিকা, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, পরিযায়ী শ্রমিক ও বশিরের মত সাধারণ মানুষ চির শান্তিলাভ করতে পেরেছে। সেই শান্তির দৃশ্যে ভাষা হারিয়ে ফেলে তাঁদের পরিবার। ভাষা হারিয়ে ফেলে দেশ। কিন্তু রাষ্ট্র খুঁজে পায় সন্ত্রাস। তাহলে ৩৭০ ধারা বিলোপেও কাশ্মীরী হাসি হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ ভাষা দেওয়ার জন্য কাশ্মীরকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। মানুষের কণ্ঠ, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার প্রয়াস হয়েছিল। এক দেশ এক আইন এর জন্য ৩৭০ ধারা বিলোপ করার পরপরই কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখিয়েছিল কিছু মানুষ। কিন্তু কাশ্মীরে বিক্ষোভ নিষিদ্ধ হল। কারণ বিক্ষোভকারীদের প্লাকার্ডের ভাষা নাকি উস্কানিমূলক ছিল। আস্ত্রে থেকে ভাষা যে শক্তিশালী প্রশাসন তা ভুলে যায় নি। ভুলে যায়নি বলে বারবার ভাষা আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত হয় শিক্ষা। এ প্রসঙ্গ নিয়ে এই আলোচনা নয়। কাশ্মীরে আক্রান্ত হয়ে চলেছে মানুষ। ঘোষিত শান্তি। সেই শান্তির গভীরে একের পর এক মানুষ খুন হয়ে চলেছে। এ মরণ বিক্ষোভের নয়। তবু সাধারণ মানুষের "মন কি বাত" বলার অধিকার নেই। কিন্তু বিজেপি দল ও কাশ্মীর ফাইলস" নামের এক ছায়াছবি যেখানে অর্ধেক সত্যের ইতিহাস তুলে ধরে ইতিহাসকেই গুলিয়ে দিতে চেয়েছে। গত শতাব্দীর শেষ দশকের প্রথমদিকেই কাশ্মীরী পর্ভিতদের খুনের ঘটনা নিয়ে এই ছবি কেবল একপেশে দিককে তুলে ধরে কাশ্মীরের ইতিহাসকে অন্যধারায় ভাসিয়ে দিতে চেয়েছে। কাশ্মীরে শুধু কাশ্মীরী পর্ভিত খুন হয়েছে, এমন কথা কখনোই বলা যায় না। ১৯৯০ সালের ১৫ মার্চ নিখিল ভারত কাশ্মীরী পন্ডিত সম্মেলনের কথায়- ১৯৮৯ সাল থেকে পয়ষষ্টি হাজার হিন্দু উপত্যকা ছেড়েছিলেন আর বত্রিশ জন কাশ্মীরী পন্ডিত খুন হয়েছিলেন। আর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত জঙ্গি দমনের নামে ভারতীয় সেনা এক লক্ষ সাধারণ মানুষকে খুন করেছে। আসলে কাশ্মীরের ইতিহাসকে গুলিয়ে দিতে শুধু এখন নয়, দেশভাগের আগে থেকেই তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আরো তা প্রকট হয়েছে। জয়প্রকাশ নারায়ণের ১৯৬৬ সালের এক চিঠি থেকে তার উত্তর মেলে যা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা। সেই চিঠির একটা অংশে তিনি বলেছেন,

"কাশ্মীর প্রশ্নে এদেশ গত উনিশ বছর ধরে জবলছে। এর জন্য বস্তগতভাবে ও ভাবগতভাবে আমাদের বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। আমরা মুক্তকণ্ঠ ঘাষণা করেছি গণতন্ত্র কিন্তু কাশ্মীরকে শাসন করি গায়ের জোরে। বকশী সাহেবের অধীনে দু'টি সাধারণ নির্বাচন জনগণের ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে বা সাদিক সরকার জনগণের সমর্থনের উপর দাঁড়িয়ে আছে- এ কথা আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমরা বলি ধর্মনিরপেক্ষতার কথা, অথচ গায়ের জোরে হিন্দুজাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাকে আমরা সিলমোহর দিচ্ছি" এই কথার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় সুমন্ত্র বোসের The challenge in Kasmir গ্রন্থে The Hindutva communalists have played a destructive,divisive and characteristically reactionary role in the states politics for decades তাহলে এই রাজনীতি বিজেপি কংগ্রেস সকলেরই। ১৯৯৩ সালে উপত্যকায় হিন্দু মন্দির ধ্বংস প্রসঙ্গে ইন্ডিয়া টুডে'র এক সমীক্ষা উল্লেখ করলে বোঝা যায় সাম্প্রদায়িক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিজেপি ও আর এস এসের মিথ্যাচার। আর এস এসের দাবি ছিল মুসলিম জঙ্গিরা উপত্যকায় ছত্রিশটি মন্দির ধ্বংস করেছে। আর তদানীন্তন বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী বলেছিলেন চল্লিশটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস হয়েছে। ইন্ডিয়া টুডে" ধ্বংসপ্রাপ্ত তেইশটি মন্দিরের তালিকা নিয়ে যখন ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখে, তখন তার মধ্যে একুশটি মন্দিরই অক্ষত অবস্থায় ছিল। সেখানকার পুজারিরা বলেছিলেন তাঁদের মন্দিরের উপর কোনো আক্রমণ হয়নি। এমনকি যে গ্রামে দু-এক ঘর পিতের বসবাস সেখানেও মন্দির অক্ষত ছিল। তাহলে এই মিথ্যাচারের পিছনে নিকৃষ্ট রাজনীতি ছাড়া আর কি বলা যায় যার ফল সাধারণ মানুষকেই ভুগতে হয়।

তার মানে আগে কাশ্মীরে যে তাশান্তি- বিক্ষোভ হয়েছে তা কি ৩৭০ ধারা ছিল বলে? আর আজ "এক দেশ এক আইন, শ্লোগানে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির পর যে ঘটনা চলছেতা কি এই ধারা নেই বলে। সরকারের কাছে সবই উস্কানিমূলক। এই উস্কানিমূলক আবহাওয়া ধারার জন্যই কি? তাহলে এই সময়ে দাঁড়িয়ে একটি প্রশ্ন করা যায় ৩৭০ ধারা নিয়ে উস্কানিমূলক খেলা কাদের? শান্তির নামে মৃত্যু, তবু শান্তি আসেনি। আবার শান্তির পথে নতুন মানচিত্র। এক দেশ এক আইন" -ভালো কথা। এই ভালো কথার জন্য তৈরি হল নতুন মানচিত্র। অথচ আর একটি ধারা কয়েকটি রাজ্যের জন্য আজও বলবৎ আছে। তা হল ৩৭১ ধারা। হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখন্ড, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও মিজোরামে তা চালু রয়েছে। ৩৭০ ধারার সাথে কিন্তু ৩৭১ ধারা রদ হল না। এখনো অরুণাচল প্রদেশসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে গেলে অন্য রাজ্যবাসীদের "পারমিট" লাগে। তাহলে এখানে এক দেশ এক আইন চালু রইলো কি? শুধু কাশ্মীর আমাদের কাছে পাখির চোখ হয়ে গেল ? আসলে স্বাধীনতা এলো দেশবিভাগে, হল দুটি দেশ দুটি জীতি। রাজনৈতিক দিক থেকে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে, দু'দেশের জনগণের মধ্যে চিরকালের জন্য একটা শত্রুতার মনোভাব এবং নিজেদের দেশের মধ্যে ধর্মান্ধ তা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে বীজ সাম্রাজ্যবাদীরা পুঁতে গেল তাও পাকাপাকিভাবে ঢোলপালা নিয়ে বড়ো হতে লাগল। এর মাঝখানে পড়ে গেল কাশ্মীর। ক্ষমতা হস্তান্তরে স্বাতন্ত্রোধ নিয়ে কাশ্মীর থাকতে চাইল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে নিজের দখলে আনার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার আক্রমণ করল কাশ্মীরকে। এই আক্রমণ প্রতিরোধে তখন স্বাতন্ত্র্যবোধে উবুদ্ধ কাশ্মীরী জনগণ চেয়েছে ভারতভুক্তি হতে। সে ইতিহাস অল্পবিস্তর সকলেই জানেন। তখন কাশ্মীরী জনগণের আত্মচেতনায় স্বাতন্ত্যবোধের যে মর্যাদা পেতে চেয়েছে যা "আজাদি"র সমার্থক বলে মনে করে তারা। কাশ্মীরী জনগণের এই অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে বলরাজ পুরি'র "কাশ্মীর টুওয়ার্ডস ইনসারজেন্সি বইতে কাশ্মীরী নেতারা তাঁদের ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তের সপক্ষে বার বার যেকথা বলেছে, তাহল, পাকিস্তান যেখানে আমাদের দাসে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল, সেখানে ভারত এসেছে আমাদের 'আজাদি'কে রক্ষা করতে। তাঁর মতে- এর মধ্য দিয়ে কাশ্মীরী জনগণের মর্যাদাবোধের যে চেতনা প্রকাশ পেয়েছে সেটাই পাকিস্তানের তীব্র ধর্মীয় আবেদনকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্ত তা না আবহাওয়ায়। কোন পরিস্থিতি এবং কি কি কারণে সন্ত্রাসের জমি তৈরি হয়ে গেল, রাজ্যের ও কেন্দ্রের কোনো সরকার তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেনি। পরিবর্তে, কালা কানুন চালু করেছে এবং গোটা রাজ্যকে তুলে দিয়েছে সামরিক বাহিনী, বি-এস-এফ ও সি-আর-পি-এফের হাতে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সামরিক বাহিনী, বিএস-এফ ও সি-আর-পি-এফের হাতে গ্রাম, শহর ও শহরতলিতে সাধারণ তখন কি ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতন সেখানকার মানুষ সহ্য করেছে, কিভাবে মহিলারা লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা হয়েছেন, তা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। এ সমস্ত ৩৭০ ধারা ছিল বলেই কি হয়েছে। এর উত্তরে সকলেই বলবে তা নয়। তাহলে? মনে রাখা দরকার বহু উপজাতি, বহু ভাষাভাষী অধ্যুষিত দেশে অখন্ডতা ও সংহতি গড়তে শাসক যখন আমলাতান্ত্রিক পথে শক্তি, জোর জুলুম ও দমনের সাহায্য নেয় তখন তা হয়ে যায় আরো অনৈতিক এবং তা আরো বিভেদেরই জন্ম দেয়। Kashmir can be conquered by force of spirituality but never by force of soldiers কলহনের রাজতরঙ্গিনীর এই কথার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে না পেলে আজ যে পদ্ধ তিতে কাশ্মীরে সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি ভরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে তা কাদের জন্য, তা সময়ই বলবে। এই সময়ে কাশ্মীরের মানচিত্র আঁকা হয়েছে নতুন রূপে। কিন্তু সেই নতুন মানচিত্রে নতুন শান্তির ছবি কাশ্মীরে এখনো দেখা যায় নি। তবে আজকের একটি প্রশ্ন করা যায় বশিরের সংগে তাঁর এই ক্ষুদে নাতি না থাকলে, বশিরকেও হয়তো জঙ্গি বলে দাবি করে দিত নিরাপত্তাবাহিনী। বশিরকে সেই অপবাদ থেকে বাঁচিয়ে দিল তাঁর নাতি। কিন্তু তাঁর নাতি বাকি জীবন কি স্মৃতি নিয়ে বেড়ে উঠবে, তা নিয়ে ভাববে কে ? বশিরের পরিবার, সুবিধাবাধী দল বা গোষ্ঠী না রাষ্ট্র। এইভাবে কাশ্মীরের পরিবার বেঁচে আছে ভয়ঙ্কর স্মৃতি নিয়ে। কাশ্মীরের এক চিকিৎসকের কথা থেকে জানা যায় কাশ্মীরে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ শতাংশ মানুষ ভয়ঙ্কর স্মৃতির থেকে মানসিক ভারসাম্যহীনতার শিকার। যার মধ্যে তিরানব্বই শতাংশ মানুষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সাক্ষী হয়েছে। আবার জনসংখ্যার সত্তর শতাংশ মানুষ তাঁর পরিবারের কাউকে না কাউকে হিংসায় বলি হতে দেখেছে। সবথেকে ভয়ঙ্কর হল যে কাশ্মীরের মানুষ সারা জীবনে অন্তত আট বার সন্ত্রাসের মুখোমুখি হন। সবচেয়ে বেশি খারাপ অবস্থা শিশুদের। তাদের মানসিক অবস্থা এক ভয়ংকর জায়গায় চলে যাচ্ছে। তাহলে কাশ্মীরে এই ছবির জন্য শুধু ৩৭০ ধারা দায়ী নয়। কারণ এই ধারা সন্ত্রাসের জন্ম দেয় নি। কোন পরিস্থিতি এবং কি কি কারণে সন্ত্রাসের জমি তৈরি হয়ে গেল, রাজ্যের ও কেন্দ্রের কোনো সরকার তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেনি। আজকে রাজনীতির মেরুকরণে সত্যি ভাবনার অমিল যত হবে সময় আরো কঠিন কথা বলবে।

(সৌজন্যে-দৈঃ স্টেটসম্যান)

ডিএনএ সিকোয়েন্সিং ও কম্পিউটার সায়েন্স

মোহাম্মদ উমর শরীফ

২০০৩ সালে হিউম্যান জিনোম প্রকল্পের সফল সমাপ্তি ঘটে। পাক্কা ১ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে। এই প্রকল্পে পুরো মানব জিনোমটির প্রথমবারের মতো সিকোয়েন্স হয়েছিল এবং এ প্রকল্পে সময় লেগেছিল ১৩ বছর। অথচ আজ মানব জিনোম দুই দিনেরও কম সময়ে মাত্র ১০০০ ডলারে সিকোয়েন্স করা যায়। গবেষকেরা আশা করছেন আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই ব্যয় মাত্র ১০০ ডলারে নামিয়ে আনা সম্ভব। এটা সত্য যে হিউম্যান জিনোম প্রকল্প থেকে লাভ করা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানটি ডিএনএ সিকোয়েন্সিং প্রযুক্তিটিকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসতে সহায়তা করেছে। তবে প্রকল্পের সাফল্যের আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অগ্রগতি।

বর্তমান এবং ২০০৩ সালের কম্পিউটারগুলোর মধ্যে অন্যতম বড় পার্থক্য হলো স্টোরেজ ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়াকরণের গতি। প্রযুক্তির উন্নতিই দুই দশক আগের যন্ত্রের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ডিএনএ সিকোয়েন্সিং কৌশল চালু করতে সাহায্য করেছিল। হিউম্যান জিনোম প্রকল্পে ব্যবহৃত স্যাঙ্গার সিকোয়েন্সিং পদ্ধতিটি একবারে ডিএনএর ছোট ছোট টুকরা পড়তে পারে। এই পদ্ধতি ওভারল্যাপিং রিডগুলোর দীর্ঘতর স্ট্যান্ড তৈরি এবং শেষ পর্যন্ত পুরো জিনোমকে একত্র করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং (এনজিএস) বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত কৌশল। একই সঙ্গে অনেকগুলো মাইক্রো-স্কেল প্রতিক্রিয়াগুলোকে সমান্তরাল করে কাজ করে। ফলে এনজিএস সিস্টেম স্যানগার সিকোয়েন্সিংয়ের চেয়ে প্রতিদিন প্রায় ১৫ হাজার গুণ বেশি আউটপুট দেয়। এ ছাড়া এনজিএস মেশিনের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা একটি পুরো জিনোমকে স্যাঙ্গার সিকোয়েন্সারের তুলনায় কম সময়ে এবং মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সিকোয়েন্স করতে পারে। প্রক্রিয়াকরণ শক্তি এবং ডেটা তৈরির গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টোরেজ ক্ষমতাও বাড়ানো আবশ্যক। কারণ একটি এনজিএস মেশিন এক দিনে এক টেরাবাইট ডেটা তৈরি করতে পারে। হার্ডড্রাইভের স্পেস এবং রাম মেমোরি উন্নত হওয়ার কারণে এনজিএস সিকোয়েন্সাররা সমপরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করতে পারেন। কম্পিউটারের স্টোরেজ ক্ষমতা প্রক্রিয়াকরণের গতি না বাড়লে এটা সম্ভব ছিল না। কম্পিউটারের এই কার্যক্ষমতা না বাড়লে সিকোয়েন্সিংয়ের গতি এবং স্বল্প ব্যয় অসম্ভব হতো।

আবার একটি জিনোম একবার সিকোয়েন্সড হয়ে গেলে এটি বিশ্লেষণ করা হয়। বিশেষ করে জিনোমের ভেতরের বৈচিত্র্য শনাক্ত করতে কয়েক বিলিয়ন ডেটা পয়েন্ট বিশ্লেষণ করা হয়। এই বিশ্লেষণ থেকে রোগের কারণ শনাক্ত করতে এবং নিরাময় পদ্ধতি আবিষ্কারে চেষ্টা চলে। এ কাজটি হাতে হাতে করা অসম্ভব। তবে কম্পিউটেশন জীববিজ্ঞানের উন্নয়নের কারণে এটা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া জীববিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা সমস্যা ও তার মোকাবিলা পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে কীভাবে করা যায়, তার জন্য কম্পিউটেশন সিমুলেশন চালান। এই সিমুলেশনের মাধ্যমে ওই সব জীব সম্পর্কে নানা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। যেমন একটি সিমুলেশন ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে ক্যানসার

আবার একটি জিনোম একবার সিকোয়েন্সড হয়ে গেলে এটি বিশ্লেষণ করা হয়। বিশেষ করে জিনোমের ভেতরের বৈচিত্র্য শনাক্ত করতে কয়েক বিলিয়ন ডেটা পয়েন্ট বিশ্লেষণ করা হয়। এই বিশ্লেষণ থেকে রোগের কারণ শনাক্ত করতে এবং নিরাময় পদ্ধতি আবিষ্কারে চেষ্টা চলে। এ কাজটি হাতে হাতে করা অসম্ভব। তবে কম্পিউটেশন জীববিজ্ঞানের উন্নয়নের কারণে এটা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া জীববিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা সমস্যা ও তার মোকাবিলা পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে কীভাবে করা যায়, তার জন্য কম্পিউটেশন সিমুলেশন চালান।

কোষগুলো কোন ওষুধে, কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। সেই সিমুলেশনের ফল থেকে ক্যানসার নিরাময়ের পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। আশা করা যায়, এই গবেষণামূলক মডেল এবং সিমুলেশনগুলো রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারবে। এদিকে সিকোয়েন্সিং প্রযুক্তির অগ্রগতির একটি বড় নিদর্শন হলো জেনেটিক টেস্টিং কিটগুলোর উত্থান। যদিও এ ধরনের যন্ত্র জিনোমকে সিকোয়েন্স করে না। তবে তাদের সাফল্য এনজিএসের স্বল্প ব্যয়ে এবং আধুনিক সিকোয়েন্সিং প্রযুক্তিগুলোর সফল ব্যবহারের কারণে সম্ভব হয়েছে।

ডিএনএতে লুকিয়ে থাকা স্বাস্থ্যঝুঁকির তথ্য জানতে এই কিটগুলোর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। এ ধরনের কোম্পানিগুলো তাদের ডেটাবেসে গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া হিউম্যান জিনোমের তথ্য সংরক্ষণ করে। তারপর সেগুলোর শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি যোগ করা হয়। গ্রাহকেরা নিজের জিনোম সিকোয়েন্স করে এসব ডেটাবেস থেকে নিজের রোগটি শনাক্ত করতে পারেন এবং বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা সিকোয়েন্সিং ডেটা থেকে প্রাপ্ত মিউটেশনগুলোর ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা দেন।

জেনেটিক তথ্যের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অনলাইন ডেটাবেস এবং ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্মগুলোর বিকাশ ঘটেছে। সেসব ক্লাউড স্টোরেজে অ্যাকসেস গ্রাহক ও গবেষকেরা নিতে পারেন এবং সেসব ডেটা বিশ্লেষণও করতে পারেন। আধুনিক ডেটাবেস এবং ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্মগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ৪ শতাংশ মানুষ ব্যবহার করেন। স্টোরেজ ক্ষমতা, ব্যাকআপ এবং ক্লাউডভিত্তিক ডেটাবেসগুলোর মাধ্যমে সরবরাহ করা সর্বজনীন অ্যাকসেস চিকিৎসাবিদ্যার কিছু সমস্যা সমাধান করার জন্য একত্রে কাজ করার সুযোগ দেয়।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোও এখন অপরাধ দমনে জেনেটিক ডেটার শরণাপন্ন হচ্ছে। ২০১৮ সালে এক কুখ্যাত খুনি পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেনেটিক তথ্যের ডেটাবেইস থেকে। খুনির বংশতালিকা আর পারিবারিক জেনেটিক তথ্য একটি সাইটে আপলোড করেছিল তার এক আত্মীয়। সেই তথ্যের সঙ্গে মিলিয়েই খুনিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এখন অনেক দেশেই অপরাধীর জিনোম সিকোয়েন্স করে ডেটাবেসে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও বড় কোনো অপরাধ করলে কিংবা তার পরিবার বা উত্তরসূরিদের কেউ বড় ধরনের অপরাধ করলে তার ডিএনএর তথ্য কাজে লাগবে।

ক্লাউডে এবং পাবলিক ডেটাবেসে সংরক্ষণ করা সঞ্চিত যেকোনো ডেটাতে ঝুঁকি রয়েছে। পাবলিক ডেটাবেইসগুলোতে যে কেউই অ্যাকসেস পেতে পারেন। তাই এগুলো হ্যাক হওয়ার আশঙ্কাও আছে। মতো কোম্পানির ডেটাবেসেও হ্যাক হতে পারে। তাতে যাদের ডেটা সংরক্ষিত আছে তাদের প্রাইভেসি হুমকির মধ্যে পড়তে পারে। অনেকে এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, কারণ তাঁদের জিনের তথ্য নিয়ে সেই ব্যক্তিকে ক্লোন করে ফেলাও অসম্ভব নয়। ডিএনএর সংবেদনশীল, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সুরক্ষা এবং গোপনীয়তার সুরক্ষা কেবল কম্পিউটাব বিজ্ঞানেব বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমেই দেওয়া সম্ভব।

জিন সিকোয়েন্সে কম্পিউটার প্রযুক্তি মানবেতিহাসে একটা বড় বিপ্লব ঘটিয়েছে। ২০ বছর আগেও সেটা কল্পনাতীত ছিল। আরও ২০ বছর পর চিকিৎসাবিজ্ঞান আর কম্পিউটার প্রযুক্তির এই যুগল পথচলা মানবসভ্যতাকে আরও অবিশ্বাস্য সাফল্য এনে দেবে, তাতে সন্দেহ নেই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

৪০ মিনিটের প্রয়াসে সাফল্য, গুজরাটের সুরেন্দ্রনগরে কুয়োয় পড়ে যায় শিশু উদ্ধার

সুরেন্দ্রনগর, ৮ জুন (হি.স.): প্রায় ৪০ মিনিটের প্রচেষ্টায় সাফল্য পেল সেনাবাহিনী, পুলিশ, দমকল ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল। গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর জেলায় কুয়োয় পড়ে যাওয়া শিশুকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। সুরেন্দ্রনগর জেলার দুদাপুর গ্রামের ঘটনা।

মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ দুদাপুর গ্রামের জমিতে খেলা করার সময় কুয়োর ভিতরে পড়ে যায় দুই বছর বয়সী শিবম।

২০-২৫ ফুট গভীর কুয়োর ভিতরে আটকে পড়ে শিবম।

ধ্রাংধরা প্রশাসনের আধিকারিক এম পি প্যাটেল জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা এ বিষয়ে জানতে পেরে শীঘ্রই, আহমেদাবাদের স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেলের পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একটি দলকে সতর্ক করেছিল। সেনাবাহিনী ও পুলিশের সাহায্যও চাওয়া হয়। সেনাবাহিনী, পুলিশ, দমকল ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দলের যৌথ প্রচেষ্টায় রাত ১০.৪৫ মিনিট নাগাদ শুরু হয় উদ্ধারকাজ। মাত্র ৪০ মিনিটের মধ্যেই শিবম কুয়োর ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়। স্থিতিশীল অবস্থায় শিবমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নির্ঝঞ্ঝাটে চলছে ২৬ আসনের কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের ভোট

ডিফু (অসম), ৮ জুন (হি.স.) : ২৬ আসনের কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের ভোটগ্রহণ চলছে। ৭,৪০,০৬০ জন ভোটারের হাতে নির্ধারণ হবে ১৪ জন মহিলা সহ ১৬৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য। এখন পর্যন্ত ভোটপ্রক্রিয়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে চলছে, জানা গেছে প্রশাসন সূত্রে।আজ বুধবার সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। আবহাওয়া অনুকূল। তাই সম্ভবত সকাল খেকেই বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে দেখা গেছে উৎসাহী ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। মোট ৯০৬টি কেন্দ্রে চলছে ভোটগ্রহণ। এগুলির মধ্যে ৫৭টি সংবেদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডিফুর বিধায়ক বিদ্যাসিং ইংলেং এবং বোকাজানের বিধায়ক তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডা. নোমল মোমিল সকাল সকাল তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।কারবি আংলঙের জেলাশাসক দিবাকর নাথ জানিয়েছেন, এবার কারবি পরিষদের নির্বাচনে মোট ১৭টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র মহিলা ভোট কর্মীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আজ সকাল ৭.৩০-টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে, চলবে বিকেল ৪-টা পর্যন্ত। কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন ইভিএমের বদলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ব্যালট পেপারে। ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ জুন সকাল ৮-টা থেকে, জানান জেলাশাসক।

এদিকে কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে জানিয়ে জেলাশাসক জানান, এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে চলছে ভোটগ্রহণ। প্রসঙ্গত, মূলত মোট ৩০ জন পারিষদ নিয়ে গঠিত কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদ। তাঁদের মধ্যে কারবি আংলং এবং পশ্চিম কারবি আংলং, উভয় জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ২৬ জনকে নির্বাচিত করেন ভোটার-জনতা। বাকি চার সদস্য পদাধিকার বলে মনোনীত হন।

দফায় দফায় জেরা নার্স স্ত্রীর হাত কেটে নেওয়ার দায়ে ধৃত স্বামীকে

মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন (হি. স.) : স্ত্রীর হাত কেটে নেওয়ার ঘটনায় অবশেষে পুলিশের জালে অভিযুক্ত স্বামী। মঙ্গলবার রাত পৌনে ন'টা নাগাদ কেতুগ্রাম ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। বুধবার ভোর থেকেই তাকে দফায় দফায় জেরা শুরু করেছে পুলিশ।পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার আদালতে পেশ করা হবে ধৃতকে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মূল অভিযুক্তের বাবা ও মাকে মঙ্গলবারই গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাদের ও ধৃত স্বামীকে জেরা করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে আর কারও কোনওরকম যোগ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।কেতুগ্রামের কোজলসা গ্রামে শ্বশুরবাড়ি রেণু খাতুন নামে ওই মহিলা। বাপেরবাড়ি কেতুগ্রামের চিনিসপুর গ্রামে। চিনিসপুর গ্রামের বাসিন্দা আজিজুল হকের ছোট মেয়ে রেণু। ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে কোজলসা গ্রামের বাসিন্দা সিরাজ শেখের একমাত্র ছেলে শের মহম্মদ শেখ ওরফে শরিফুলের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। রেণু নিজে নার্সিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নার্স পদে চাকরি করছিলেন। ফলে সরকারি চাকরির চেষ্টা করছিলেন। সম্প্রতি সরকারি চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। কয়েকদিন আগেই প্যানেলে নাম ওঠে তাঁর। শুধু চাকরিতে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন।তার আগেই ঘটে বিপত্তি। সরকারি চাকরি পেলে স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই আশঙ্কার তাঁর ডান হাত কেটে দেয় শরিফুল। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল অভিযুক্ত। তার খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে কেতুগ্রাম ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত অর্থাৎ ওই মহিলার স্বামীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদে আত্মগোপনের ছক কষেছিল অভিযুক্ত শের মহম্মদ শেখ। স্ত্রীর উপর হামলা চালানোর জন্য দুই যুবককে সুপারি দিয়েছিল সে-ই। ওই দুই যুবকের খোঁজ করছে পুলিশ।

গণবিবাহের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিকেলেই ফিরছেন কলকাতায়

হাসিমারা, ৮ জুন (হি. স.) : বুধবার সকালে হাসিমারায় গণবিবাহ স্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিয়ের জন্য উপস্থিত যুবক-যুবতীদের হাতে উপহার তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করেন তিনি।বেলা সওয়া ১২টায় গণবিবাহের স্থল পরিদর্শন করে তিনি ধামসা মাদলের তালে আদিবাসী শিল্পীদের সঙ্গে পা মেলান। গণদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান। সাড়ে ১২টায় সানাই ও ধামসা মাদল বাজিয়ে আদিবাসী প্রথায় শুরু হয় গণবিবাহের অনুষ্ঠান।সাদা ও সবুজ শাড়ি পরে এদিন বেশ কিছুক্ষণ আদিবাসী সুরের ছন্দে পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী। নাচের মাঝেই আদিবাসী নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে কথাও বলতে দেখা যায় তাঁকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবে কাছে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আপ্লুত আদিবাসীরা। অনেকেই জানান অভাব-অভিযোগ। এরপর মঞ্চ থেকে একাধিক আদিবাসীকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী প্রকল্প উপহার দেন। এই প্রথম নয়, আগেও একাধিকবার অন্য মেজাজে ধরা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কখনও পূর্ব মেদিনীপুরে সটান ঢুকে পড়েছেন চায়ের দোকানে। নিজের হাতেই বানিয়েছেন চা। সেই চা চেখে দেখেছেন অনেকেই। আবার কখনও ঢুকে পড়েছেন হোটেলে। নিজেই নেড়েছেন খুন্তি। হোটেল মালিকের থেকে খোঁজ নিয়েছেন কী কী মশলা দেওয়া হয়েছে রান্নায়। গত বছরও আলিপুরদুয়ারে আদিবাসী মানুষের মাঝে মিশে ধামসা মাদলের তালে পা মিলিয়েছেন। এদিনও একইভাবে আদিবাসী সুরের তালে পা মেলান তিনি।

মোট ৫১০ জোড়া দম্পতির হাতে রূপশ্রীর ২৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী দেন অনেক কনের হাতে। সেইসঙ্গে ১২ হাজার পাট্টা প্রদান করেন তিনি। বেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসও করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কালচিনি ব্লকে দ্বিতীয় পর্যায়ে বক্সাদুয়ার দুর্গের সংস্কারের শিলান্যাস করবেন তিনি। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে বাগডোগরা পৌঁছে বিকেলের বিমানে তিনি কলকাতায় ফিরবেন।

১৩ বছরের পুরনো মামলায় লালুকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা

পালামু, ৮ জুন (হি.স.): আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত ১৩ বছরের পুরনো একটি মামলায় রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করল পালামুর বিশেষ এমপি ও এমএলএ আদালত। বুধবার সকালে সশরীরে আদালতে হাজিরা দেন লালুপ্রসাদ যাদব। লালুকে বড়সড় স্বস্তি দিয়ে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত। পাশাপাশি তাঁকে চার্জমুক্ত করা হয়েছে। মামলাও নিষ্পত্তি করা হয়েছে। লালুর আইনজীবী ধীরেন্দ্র কুমার সিং জানিয়েছেন, শুনানির পর লালুপ্রসাদ যাদবকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত। তাঁর ওপর থেকে সমস্ত চার্জ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং মামলাটির নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তাঁকে আর এখানে আসতে হবে না। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের সময় গড়বাতে লালু প্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধির লঙ্ঘনের একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। আসলে, সেই সময় গিরিনাথ সিং গড়বা বিধানসভা থেকে আরজেডি-র প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনী প্রচারে গড়বায় এসেছিলেন লালু। সভাস্থল ছিল গড়বা গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়। এ জন্য কল্যাণপুরে একটি হেলিপ্যাড প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার হেলিকপ্টার নির্ধারিত হেলিপ্যাডের পরিবর্তে বৈঠকস্থলে অবতরণ করে। এর পর সেখানে উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। এই ক্ষেত্রে তৎকালীন ডেপুটেশন ম্যাজিস্ট্রেট লালুর পাইলটের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন।

ট্রাকের ধাক্কায় বাইকচালকের মৃত্যু

চ্যাংরাবান্ধা, ৮ জুন (হি. স.) : কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল বাইকচালকের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে। জানা গেছে, মৃতের নাম রাকেশ রহমান (২১)। সে ধূপগুড়ির পাটকিদহ এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে বাইকে চেপে দাদুরবাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিল রাকেশ।সেই সময় একটি ট্রাকের ধাক্কায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে সে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে ঘটনাস্থলে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গার মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বুধবার ময়নাতদন্তের পর দেহ তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।

সমাজের বার্তাবহ 'আঁধারের ধূপছায়া'

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : ১২ জুন, রবিবার তপন থিয়েটারে 'নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালা" কন্যাভ্রূণ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মঞ্চস্থ করতে চলেছে তাদের প্রযোজনা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'আঁধারের ধূপছায়া"।নাটকের বিষয় ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে। তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা বেআইনিভাবে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে জানতে পারে, কন্যাসন্তান আসতে চলেছে। শুরু হয় ঐন্দ্রিলার উপর অত্যাচার। তারা বাধ্য করে তার গর্ভে থাকা কন্যাভ্রূণ সন্তানটিকে নষ্ট করে দিতে। ঐন্দ্রিলা দেখে তার স্বামী ও তার বাবা, মা এর বিরুদ্ধাচরণ করে না, মৌন সম্মতির লক্ষণ। সরকারের হাজার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখনও কন্যাভ্রূণ হত্যাকাণ্ডের মতো নৃশংস হত্যালীলা ঘটেই চলেছে এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। লিঙ্গ রাজনীতির শিক্ষা এ দেশের মানুষকে ছুঁতে পারে না। কন্যাসন্তান যদি জন্মও নেয়, তার জন্য আগামী দিনে অপেক্ষা করে উপেক্ষা, নির্যাতন। নাটক হবে রবিবার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ থেকে। নির্দেশনায় জয়েশ ল। ঐন্দ্রিলার চরিত্রে আভেরী নাথ।

জানলা ভেঙে দুষ্কৃতীদের ডেরা থেকে পালাল কিশোর

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : রাতে বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে অপহরণ। ফিল্মি কায়দায় অপহরণকারীদের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ি ফিরল কিশোর। ঘটনাটি ঘটেছে হরিদেবপুর থানা এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিশোরের দাবি, ওই ঘরে বন্ধ করে রাখার পর সে দেখতে পায় সেখানে একটি জানলা রয়েছে। এরপরই জানলা থেকে পালানোর ছক কষে কিশোর। রোহিতের দাবি, কোনওক্রমে ওই জানলা থেকে পালিয়ে যায় সে। এরপর সোজা পৌঁছে যায় বাড়িতে। ঘটনাটি শুনে কিশোরকে নিয়ে হরিদেবপুর থানায় হাজির হয় পরিবারের সদস্যরা।

তদন্তকারীদের গোটা বিষয়টি জানানো হয়। এরপরই ওই কিশোরকে নিয়ে গিয়ে পরিত্যক্ত বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। কিন্তু কী কারণে এই অপহরণ তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি কিশোরের বক্তব্য আদৌ সত্য কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যাদবপুরে বিমলকৃষ্ণ মতিলাল স্মারক বক্তৃতা

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : ১৩ জুন সোমবার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও 'অনুষ্টুপ" পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে বিমলকৃষ্ণ মতিলাল স্মারক বক্তৃতা। বলবেন বিমলকৃষ্ণ মতিলালের সুযোগ্য ছাত্র আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও লেখক অরিন্দম চক্রবর্তী। বিষয় 'দয়ধ্বম: নৃশংসতার বিরুদ্ধে মহাভারত থেকে এরিক ফ্রম"। বিকেল ৫টা ৩০ থেকে শুরু।বিমলকৃষ্ণ মতিলাল চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর ভারতীয় যুক্তিবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পাশ্চাত্যে।

ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল অবস্থা কলকাতাতেও

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.): ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তি কাটছেই না দক্ষিণবঙ্গে, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিতে কাহিল হয়ে পেয়েছে তিলোত্তমা। ভ্যাপসা গরম থেকে মুক্তি পাওয়া দূর অস্ত, বরং আগামী কিছু দিন গরম আরও বাড়তে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।গত কয়েকদিন ধরে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গরমের দাপট বাড়ছে, কোথাও কোথাও বৃষ্টি হলেও তা সামান্য। ফলে গরমের দাপট থেকে মুক্তি মিলছে না। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি না হলেও, উত্তরবঙ্গে নিরন্তর বৃষ্টি চলছে। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এরমধ্যে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের আশপাশে রয়েছে। কিন্তু বাতাসে বেশি মাত্রায় জলীয় বাষ্প থাকার কারণে ভ্যাপসা বা অস্বস্তিকর গরমে সকলের হাঁসফাঁস অবস্থা। এখন বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তিই মিলবে। কিন্তু বৃষ্টি আর কোথায় হচ্ছে!

ফাম ভ্যান গিয়াং-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক রাজনাথের

হ্যানয়, ৮ জুন (হি.স.): ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে সে দেশের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফাম ভ্যান গিয়াং-এর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে বুধবার ভারত ও ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক হয়েছে। বৈঠককে "ফলপ্রসূ" আখ্যা দিয়েছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।হ্যানয় থেকে টুইট করে তিনি জানিয়েছেন, 'আমাদের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনার পর, আমরা "২০৩০-এর লক্ষ্যে ভারত-ভিয়েতনাম প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের যৌথ ভিশন স্টেটমেন্টে" স্বাক্ষর করেছি, যা আমাদের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পরিধি এবং দক্ষতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।'

গুজরাটি দম্পতি খুনের অভিযুক্তরা এখনও অধরা

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন, অথচ এখনও ভবানীপুরে দম্পতি খুনে অভিযুক্তরা অধরা। ভবানীপুরের মতো হাই সিকিউরিটি জোনে গুজরাটি দম্পতি খুনে অভিযুক্তদের ধরতে পারল না পুলিশ। খুনের মোটিভ ঘিরে এখনও ধোঁয়াশা। যদিও লুঠের উদ্দেশ্যে খুন বলেই প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। পাশাপাশি, নজর ঘোরাতে ব্যবসায়ী দম্পতির বাড়িতে লুঠপাট চালানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা।

এদিকে, ভবানীপুরের ঘটনায় নিহত ব্যবসায়ী অশোক শাহ-র মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে ধর্মতলা এলাকায় একটি ম্যানহোলের পাশে জঞ্জালের স্তূপ থেকে উদ্ধার হয় মোবাইল ফোন, বুধবার সূত্র মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে।

স্নান করতে গিয়ে প্রয়াগরাজের সঙ্গমে নিখোঁজ তিন ছাত্র

প্রয়াগরাজ, ৮ জুন(হি.স) : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রয়াগের সঙ্গমে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে তিন শিক্ষার্থীর নিখোঁজ। খবর পেয়ে দারাগঞ্জ পুলিশ ডুবুরি ও জলপুলিশের সহায়তায় নদীতে তল্লাশি অভিযান যুরু হয়েছে। বুধবার সকালে লখনউ থেকে আসা এসডিআরএফ দলও সঙ্গমে তাদের খোঁজ শুরু করেছে। পুলিশ সুপার (সিটি) দিনেশ কুমার সিং এ খবর জানিয়েছেন।

তিনি জানান, কানপুরের বাসিন্দা হানি সিং সাচান, উত্তরাওঁ থানা এলাকার আমান ও প্রলভ দুবে এবং বস্তির বাসিন্দা মনীশ প্রয়াগরাজে পড়াশোনা করেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই চার ছাত্র স্নান করতে সঙ্গমে পৌঁছায়। সঙ্গমের জামাকাপড় রক্ষা করতে সঙ্গম ঘাটে বসে থাকেন মনীশ। হানি সিং সাচান, আমান এবং প্রলভ দুবে স্নান করতে গিয়ে ঢেউ সামলাতে না পেরে ডুবে যান। তা দেখে মণীশ পুলিশকে খবর দেন। এখন পর্যন্ত তিনজনের বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। খবর পেয়েই সঙ্গম সৈকতে পৌঁছেছেন ছাত্রদের পরিবারের লোকেরা।

তিন দিনের সফরে নিজভূমে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা মুম্বই, ৮ জুন(হি.স) : তিন দিনের সফরে বুধবার সকালে রেলপথে কোটা পৌঁছলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। তিনি কোটা-বুন্দির সাংসদ। তাঁর নিজ নির্বাচনী এলাকায় পরিবর্শনে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন কোটা রেলস্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানান বিজেপি কর্মীরা।সকাল ৭টা নাগাদ কোটা পৌঁছেন ওম বিড়লা। কাউন্সিলর লভ শর্মা, বিজেপি নেতা মহিপাল সিং সোলাঙ্কি, সত্যনারায়ণ শর্মা ওরফে সত্তু, নরেন্দ্র সোনি লালা, মহেশ গৌতম, সোনু, অক্ষয় চৌধুরী, ওম মহাওয়ার এবং রাহুল মাকওয়ানা রেলস্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে কাফেলা নিয়ে শক্তিনগর অফিসে পৌঁছান লোকসভার স্পিকার। তিন দিনের এই সফরে বিড়লা শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।

চলছে বিটিসি-র কোকলাবাড়ি আসনে উপ-নির্বাচন

কোকরাঝাড় (অসম), ৮ জুন (হি.স.) : বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর অন্তর্গত জনজাতি সংরক্ষিত ২২ নম্বর কোকলাবাড়ি পরিষদীয় আসনের জন্য ভোটগ্রহণ চলছে। সংশ্লিষ্ট আসনের ৯৭টি কেন্দ্রে ৩৫,৭৫৬ জন পুরুষ এবং ৩৬,৬৬০ জনকে নিয়ে মোট ৭২,৪১৬ জন ভোটার নির্ণয় করবেন চার প্রার্থীর ভাগ্য।

বাকসা জেলার নির্বাচনী আধিকারিক আশ্রাফুল আমিন জানান, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, চলবে সাড়ে চারটা পর্যন্ত। তিনি জানান, নির্বাচনে যাতে কোনও ধরনের নাশকতা বা অশান্তি সৃষ্টি না হয় তার জন্য কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাঁচটি জোন এবং ১০টি সেক্টর অনুযায়ী রাজ্য পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি ২২ নম্বর কোকলাবাড়ি পরিষদীয় আসনের নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রায় পাঁচ শতাধিক আধিকারিক ও কর্মচারী নিয়োজিত করা হয়েছে।

নির্বাচনী আধিকারিক আশ্রাফুল আমিন জানান, আগামী ১২ জুন জেলাশাসকের কার্যালয় চত্বরে করা নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে ভোটগণনা হবে।উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের শরিক ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-জোট প্রার্থী মন্টু বড়ো, বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর শংকর বসুমতারি, ভিপিআই-এর লবকুমার বড়ো এবং নির্দলীয় হীরেন শরণিয়া কোকলাবাড়ি পরিষদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।প্রসঙ্গত, ইউপিপিএল-প্রধান তথা বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল-এর সিইএম দুটি আসন যথাক্রমে কোকলাবাড়ি এবং গইবাড়িতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ভোটের ফলাফল দুটি আসনেই এমসিএলএ পদে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন প্রমোদ। পরে কোকলাবাড়ির এমসিএলএ পদে ইস্তফা দিলে এই আসনে উপ-নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

চুঁচুড়ায় বন্দেমাতরম ভবন পরিদর্শন নাড্ডার

হুগলি, ৮ জুন (হি.স.): হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় বন্দেমাতরম ভবন পরিদর্শন করলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। সেই সময় নাড্ডার সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার, বিজেপির-র রাজ্য সম্পাদিকা তথা হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। চুঁচুড়ায় বন্দেমাতরম ভবন এদিন ঘুরে দেখেন নাড্ডা।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মন্ত্র হয়ে উঠেছিল "বন্দে মাতরম", যা এখানে বঙ্কিমচন্দ্রজি লিখেছিলেন। আমি এই স্থানটিতে আসতে পেরে গর্বিত বোধ করছি। এই স্থান পরিদর্শন আমাকে নতুন উদ্যমে এবং দেশের জন্য আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তায় পূর্ণ করেছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা এদিন নিবেদন করেছেন নাড্ডা। এদিন হুগলি জেলার চন্দননগরে রাসবিহারী বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিদর্শনেও যান বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা।

সমথুভাপুরম প্রকল্পের সূচনা করলেন স্ট্যালিন

শিবগঙ্গা, ৮ জুন (হি. স.) : তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলার সমথুভাপুরম গ্রামে সমথুভাপুরম প্রকল্পের সূচনা করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। এদিন সমথুভাপুরম প্রকল্পের সূচনা করার পর তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সমথুভাপুরম গ্রামে সমথুভাপুরম প্রকল্পের সূচনা করতে পেরে আমি আনন্দিত। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির স্বপ্নের প্রকল্প ছিল এটি। এই গ্রামে ১০০টি বাড়ি তৈরি হয়েছে। পানীয় জল, রাস্তা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন আরও বলেছেন, দেশের জন্য দৃষ্টান্ত তৈরির লক্ষ্যে সমথুভাপুরম গ্রামে সমস্ত জাতি-ধর্মের মানুষের একসঙ্গে বসবাস করা উচিত। মনে রাখবেন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির স্বপ্নের কথা। তামিলনাড়ুতে মহিলা পুলিশ ট্রেনিং কলেজ তৈরির অনুরোধ জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম। এ প্রসঙ্গে স্ট্যালিন বলেছেন, 'কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরমের মহিলা পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজ স্থাপনের অনুরোধের বিষয়ে, আমি বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করব এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেব।'

আনিস মামলায় ফের রায়দান স্থগিত আদালতের

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : আনিস খান রহস্যমৃত্যু মামলায় বুধবার ফের রায়দান স্থগিত রাখলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। আনিস খান মামলার দুই পক্ষের সওয়াল জবাবের সারমর্ম দুই পক্ষকেই সোমবারের মধ্যে আদালতে জমা করতে নির্দেশ দেন বিচারপতি।গত ১৮ মার্চ আমতার দক্ষিণ সারদা খাঁন পাড়ায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় ছাত্রনেতা আনিস খানের। সেই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। ঘটনার পরপরই মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠনের ঘোষণা করেছিলেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য জানিয়েছিলেন, ১৫ দিনের মধ্যে সিটকে রিপোর্ট দিতে হবে।সিট সেই রিপোর্ট পেশ করলে শুনানিতে এজি দাবি করেন, গোপন জবানবন্দিতে আনিসের বাবা এবং মায়ের বয়ানে ফারাক রয়েছে। আদালত জানায়, যে পদ্ধতিতে পুলিশ ১৮ ফেব্রুয়ারি আনিসের বাড়িতে অভিযান চালায়, তা ভুল ছিল। এজি আদালতের সেই অভিযোগ মেনে নেন। আদালত বলে, এখন বিচার্য বিষয় হল, রাজ্য পুলিস তদন্ত করবে নাকি অন্য কোনও সংস্থাকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এজি বলেন, প্রাথমিক তদন্তের কাজ শেষ। এই অবস্থায় অন্য সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া যায় না। তাঁর আরও দাবি, যে দুই পুলিশকর্মী আনিসের বাড়ি গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁকে চিনতেন না। কাজেই তাঁকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। তিনি জানান, পুলিশ যে অভিযুক্ত, তা রাজ্য সরকার মেনে নিয়েছে। আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতেই পারে। কিন্তু কেন দেবে, সেটা ভেবে দেখা উচিত। এরপর বুধবার আবারও আনিস মামলার রায়দান স্থগিত রাখে আদালত।

আইএসআই নিয়োগ বিতর্ক, কী সাজা পেতে চান?

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : নিয়োগ সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের (আইএসআই) পদস্থ কর্তাদের ডেকে পাঠাল আদালত।বুধবার আইএসআই-এর ডিরেক্টর সংঘমিত্রা চৌধুরী ও আইন শাখার আধিকারিক উৎপল মাহাত হাজির হন আদালতে। এদিন ওই দু'জনকে আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি মৌসুমি ভট্টাচার্য। আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করায় তাঁদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা উচিত? তা আইএসআই অধিকর্তাদেরই জানানোর নির্দেশ দেয় আদালত। নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য সময় নিয়েছেন তাঁরা। আগামী ১০ জুন এই মামলার শুনানি রয়েছে। ২০১৮ সালে আই.এস.আই এর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেখে স্থায়ী চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন নিলাব্জ সিকদার। ৪ বছর কেটে যাওয়ার পরও তার চাকরির আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই চাকরির আবেদন কি অবস্থায় আছে তা তথ্য জানার অধিকারে (আর.টি.আই) জানতে চান তিনি। তাতেও কোনও সদুত্তর না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন রামানুজন এওয়ার্ড ও নিলাব্জ সিকদার।গত জানুয়ারি মাসে ওই নিয়োগ নিয়ে আদালত আইএসআই-এর ডিরেক্টরকে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা কার্যকর না হওয়ায় দুই অধিকর্তাকে তলব করে আদালত। চলতি সপ্তাহে শুক্রবার ফের এই মামলার শুনানি।

মুজফনগরে বাইকে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু ৪

মুজফনগর, ৮ জুন (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের মুজফনগরে জেলায় যাত্রীবাহী মোটরবাইকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও দু""জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জগহেদি গ্রামের কাছে পানিপত-খাতিমা হাইওয়ের ওপর। দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম-বিপিন কুমার (৩০), তাঁর স্ত্রী মীনু (২৮), শচীন (২২) ও নীতিন কুমার (২৩)। স্টেশন হাউস অফিসার মুকেশ কুমার সোলাঙ্কি জানিয়েছেন, টিটাওয়ি গ্রাম থেকে মুজফনগর শহরের দিকে তিনটি বাইকে যাচ্ছিলেন ৬ জন। সেই সময় পানিপত-খাতিমা হাইওয়ের ওপর একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের ও দু""জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কোভিড সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়েই চলেছে আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ৮ জুন (হি.স.): কোভিড-সংক্রমণ ফের দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে আমেরিকায়, মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যাও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। আমেরিকায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১ হাজার ৩৩২ জন, নতুন করে ৮১ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৮৬,৭৮২,৪০৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।আমেরিকায় করোনায় মৃত্যুর সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ত্বকের তারণ্যে ভেষজ উপাদান

বয়সের ছাপ থামানো যায় না। তবে ধীর করা সম্ভব। রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন করা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভেষজ উপাদান ব্যবহারে ভালো কাজে দেয়।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখে এমন কয়েকটি ভেষজ উপাদান সম্পর্কে জানানো হল।

তুলসী: তুলসী পাতা বয়সের ছাপ কমাতে সহায়ক। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করে ও কোলাজেন নষ্ট করে ফেলে। গরম পানিতে তুলসি পাতা ডুবিয়ে রেখে নরম হয়ে আসলে মিহি পেস্ট করে নিন। সঙ্গে বেসন ও মধু মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করুন। শুকিয়ে গেলে পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন।

দারুচিনি: বয়স-রোধী উপাদান সমৃদ্ধ যা কোলাজেনের ক্ষয় পূরণ করে ও ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে।

দারুচিনির গুঁড়ার সঙ্গে মধু মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে মুখে মাখুন। শুকানোর জন্য ১০ মিনিট অপেক্ষার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

আদা: আদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহনাশক উপাদান সমৃদ্ধ যা বয়সের ছাপ কমায়।

আদা কুচি করে এতে বাদামি চিনি ও জলপাইয়ের তেল মিশিয়ে মাস্ক তৈরি করুন। প্যাকটি মুখে ব্যবহার করে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

অশ্বগন্ধা: ব্যাক্টেরিয়া ও ফাঙ্গাস রোধী উপাদান সমৃদ্ধ। এটা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এর ক্ষারীয় উপাদান ত্বকের কোষকে চাপ ও ক্ষয় থেকে সুরক্ষিত রাখে।

অশ্বগন্ধার গুঁড়া, আদার গুঁড়া ও লেবুর রস মিশিয়ে প্যাকটি মুখে মেখে শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।

জিনসেং: চাইনিজ এই ভেষজ পৃথিবীজুড়ে পরিচিত এর 'অ্যান্টি-এইজিং' উপাদানের জন্য। এক কাপ গরম পানিতে এক চামচ জিনসেংয়ের গুঁড়া মিশিয়ে নিন। এরপর তুলার সাহায্যে মিশ্রণটি মুখে মেখে সারারাত রেখে দিন। সকালে উঠে মুখ ধুয়ে নিন।

পরিষ্কার ত্বকের জন্য ডিমের সাদা অংশ

ডিম আদর্শ খাবার হিসেবে শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি ত্বকের যত্নেও ব্যবহার করা যায়।আর পরিষ্কার ত্বকের জন্য ডিমের সাদা অংশ বেশ কার্যকর।

রূপচর্চা বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের 'ব্লসম কোছার গ্রুপ অব কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ডা. ব্লসম কোছার ত্বকের যত্নে ডিমের সাদা অংশের নানাবিধ উপকারিতা সম্পর্কে জানান।

ডিমের সাদা অংশে আছে খনিজ ও ভিটামিন যা ত্বকে চমৎকার কাজ করে।

ডিম প্রাকৃতিকভাবে পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ যা স্বাস্থ্যরক্ষায় উপকারী।

ডিমের সাদা অংশ শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি সৌন্দর্যচর্চায়ও অবদান রাখে।

ডিমের সাদা অংশ খুব ভালো অ্যান্টি-এইজিং হিসেবে কাজ করে।

এক চা-চামচ ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে দুতিন ফোটা 'পচৌলি' এসেনশল অয়েল মিশিয়ে সারা মুখে ব্যবহার করুন। এটা ত্বক টান টান করতে ও ত্বকের বলিরেখা দূর করতে সহায়তা করে।

ত্বকের লোমকূপ পরিষ্কার করতে ডিমের সাদা অংশ উপকারী।

এক চামচ ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে এক চা-চামচ চিনি ও এক চা-চামচ ভুট্টার গুড়া মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। এই প্যাক ত্বকের ব্ল্যাকহেডস দূর করে। চিনি খুব ভালো এক্সফলিয়েটর হিসেবে কাজ করে লোমকূপের ময়লা দূর করে, ভুট্টার গুঁড়া ত্বকের ময়লা শুষে নেয় এবং ডিমের সাদা অংশ ত্বক টানটান করতে ও লোমকূপ সংকুচিত করতে সাহায্য করে। এতে ত্বকে পুনরায় ময়লা প্রবেশ করতে পারে না ফলে ত্বক থাকে পরিষ্কার।

তৈলাক্ত ত্বকে ডিমের সাদা অংশের সঙ্গে আধা চা-চামচ লেবুর রস ও এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে ব্যবহার করুন। প্যাকটি ত্বকের অতিরিক্ত তৈলাক্তভাব কমায় ও ত্বক উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে।

প্রতিদিন ভ্রু'র যত্ন নেওয়ার পন্থা

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সুন্দর ঘন ভ্রু পাওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

- প্রতিদিন ভ্রু আঁচড়ে নিন। এতে ভ্রুয়ের বৃদ্ধি ভালো হয় ও দেখতে গোছানো লাগে।

- অতিরিক্ত ভ্রু প্লাক করবেন না। ভ্রুয়ের নিজস্ব ঘনত্ব বজায় রেখে কেবল আশপাশের বাড়তি লোমগুলো তুলে ফেলুন। এতে ভ্রু মোটা ও সুন্দর থাকবে।

- ভ্রু'য়ের রেখার বাইরের অংশ 'আইব্রো ট্রিমার'য়ের সাহায্যে ট্রিম করে নিতে পারেন। এতে আকার ঠিক রেখে স্যালনের মতো ভ্রু প্লাক করা যাবে।

- ভ্রুতে ক্যাস্টর অয়েল বা রেড়ির তেল মালিশ করে আঁচড়ে নিন। প্রতিদিন রাতে ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করলে ভ্রুয়ের ঘনত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে। ভ্রু প্লাক বা ট্রিম করার পরে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করুন। এটা প্রদাহ কমাতে সহায়াত করে ও উজ্জ্বলতা বজায় রাখে।

- ভ্রু তে ধুলাবালি ও ময়লা জমে ব্রণ ও অন্যান্য ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই নিয়মিত এক্সফলিয়েট করতে ভুলবেন না।

- এক চা চামচ জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে এক চা-চামচ চিনি মিশিয়ে ভ্রু স্ক্রাব করে নিন। ভালো ফলাফল পেতে স্নানের সময় সপ্তাহে দুদিন এই পদ্ধতি অনুসরণ করা ভালো।

- নিয়মিত মেইকআপের ভ্রুয়ের জেল ব্যবহার না করে 'আইব্রো সিরাম' ব্যবহার করুন। এটা ভ্রুয়ের ঘনত্ব বাড়াতে সহায়তা করে।

অতিরিক্ত ওজন কেন করোনা ঝুঁকি বাড়ায়

কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকলে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজনের কারণে হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং টাইপ টুই ডায়াবেটিসসহ বেশকিছু রোগের ঝুকি বেড়ে যায় বলে জানা গেছে। প্রাথমিক ঘোষণা থেকে জানা যায়, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকলে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। কিন্তু এরকম হওয়ার কারণ কী ঃ-

স্থূলতা কি আসলেই করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি বাড়ায় ঃ বেশ কিছু গবেষণাতেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন গবেষকরা। যুক্তরাজ্যের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রায় ১৭ হাজার কোভিড-১৯ রোগীকে নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত কম ওজনের ব্যক্তিদের তুলনায় অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা রয়েছে যাদের, বডি ম্যাস ইনডেক্স ৩০ এর ওপর, তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৩ শতাংশ বেড়ে যায়। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ইলেকট্রনিক রেকর্ডের তথ্য অনুযায়ী অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা থাকা ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ ওএ মারা যাওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আর ওই রোগীর যদি ডায়াবেটিস বা হৃদরোগের মতো সমস্যা থাকে তাহলে ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। যুক্তরাজ্যের আই সি ইউ'তে থাকা জটিলভাবে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা যায় আই সি ইউতে থাকা রোগীদের ৭৩ শতাংশ অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা ভুগছিলেন। যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ মানুষের অতিরিক্ত ওজনের সমস্যা রয়েছে। কোনো ব্যক্তি ওঝন এবং উচ্চতার অনুপাতে পরিমাপ করা হয় তার বডি ম্যাস ইনডেক্স বা বি এম আই। স্থূলতা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওবেসিটি ফাউন্ডেশন আগেই সতর্ক করেছিলেন যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার ব্যক্তিদের একটা বড় অংশের বি এম আই ২৫ এর বেশি হবে। এছাড়াও বয়স বেশি হলে, অন্য জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে এবং পুরুষদের জন্য কোভিড-১৯ এ জটিলভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বলে উঠে এসেছে গবেষণায়।

কেন অতিরিক্ত ওজন ঝুঁকি তৈরি করছে ঃ আপনার ওজন অতিরিক্ত হওয়া মানে আপনি দেহে অতিরিক্ত চবি বহন করছেন। অর্থাৎ আপনি শতভাগ ফিট নন। আর আপনার ফিটনেস যত কম হবে, আপনার ফুসফুসের কর্মক্ষমতা তত কমবে। এর ফলে আপনার রক্তে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেন পৌঁছাতে সমস্যা হবে। এর ফলে শরীরের রক্ত চলাচল এবং আপনার হৃদপিণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিদের শরীরে অক্সিজেনের চাহিদা বেশি থাকে। তার মানে, তাদের শরীর যথেষ্ট চাপের মধ্যে দিয়ে কাজ করে। করোনা ভাইরাসের মতো একটি ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সময় এই বিষয়টি গুরুতর হতে পারে। রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ডিয়ান সেলাইয়াহ বলেন, শরীরে প্রধান অঙ্গগুলোয় যথেষ্ট অক্সিজেন না যাওয়ায় স্থূল দেহ এক পর্যায়ে চাপ নিতে পারে না। এ কারণে আই সি ইউতে থাকা স্বাভাবিক ওজনের মানুষের তুলনায় অতিরিক্ত ওজনের মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়তা ও কিডনির কার্যক্রম চালানোর জন্য সহায়তা বেশি প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার যে সমক্ষমতা শরীরে থাকে, যেটিকে আমরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হিসেবে জানি, সেই ক্ষমতা স্বাভাবিক ওজনের মানুষের তুলনায় স্থূলকায় ব্যক্তিদের শরীরে অনেক কম থাকে। আমাদের শরীরের চর্বিতে থাকা ম্যাক্রোফেইজ নামক কোষ যখন অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে যায়, তখন এই সমস্যা তৈরি হয়।

ত্বকের যত্নে উপকারী রাসায়নিক উপাদান

ত্বকের পরিচর্যায় নানান উপাদান ব্যবহার হয়। তবে কিছু ত্বক বান্ধব রাসায়নিক উপাদান আছে যা এক প্রকার অ্যাসিড। তবে সেগুলো ক্ষতিকর নয়। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানো, বয়সের ছাপ হ্রাস, ব্রণের সমস্যা কমানো-সহ বিভিন্ন ত্বকের সমস্যা দূর করতে এই ধরনের অ্যাসিড উপকারী।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে এই বছর জনপ্রিয়তা পাওয়া এমন সব প্রসাধনীর উপকারিতাগুলো এখানে দেওয়া হল।

রেটিনল: এবছর সবচেয়ে বেশি প্রচলন দেখা দেয়। এটা ভিটামিন এ থেকে উৎপাদিত, যা ত্বক পরিষ্কার রাখতে, দাগ কমাতে ও বলিরেখা দূর করতে সাহায্য করে। রেটিনল, বয়সের ছাপ ও প্রদাহ কমাতে খুব ভালো কাজ করে।

হায়লুরনিক অ্যাসিড: ত্বকের আর্দতা ধরে রাখতে এর তুলনা নেই। ত্বক মসৃণ ও দীর্ঘক্ষণ সতেজ রাখতে এটা ভালো কাজ করে। ২০২০ সালে ত্বক বিশেষজ্ঞরা এই অ্যাসিড ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাই যে কেউ ত্বকের যত্ন নিতে হায়লুরনিক অ্যাসিড নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন।

ল্যাকটিক অ্যাসিড: মৃদু রাসায়নিক পিল ও এক্সফলিয়েটর হিসেবে ল্যাকটিক অ্যাসিড সামনের সারিতে। 'হাইপার পিগমেন্টেশন' ব্রণের দাগ ছোপ ও মলিন ত্বক ও রংয়ের ভারসাম্যহীনতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ফেইশল ও ত্বক পরিষ্কার রাখতে যেহেতু এখন বাইরে যাওয়া হয় না তাই রাসায়নিক এক্সফলিয়েটর হিসেবে এই অ্যাসিড ব্যবহার করা যায়।

গ্লাইকোলিক অ্যাসিড: এটা একটা জাদুকরী উপাদান। এটা ব্রণ ও ব্ল্যাক-হেডসের সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে। গ্লাইকোল অ্যাসিড সহজেই ত্বককে সুন্দর রাখতে ভূমিকা রাখে। ত্বকের লোমকূপ সংকুচিত করে তেল নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে।

নায়াসিনামাইড: ত্বকের যত্নে সবচেয়ে বেশি উপকারী ও বহুল ব্যবহৃত উপাদান হল নায়াসিনামাইড। এটা ভিটামিন বি-৩ হিসেবেও পরিচিত, যা ত্বকের মলিনতা দূর করে, বয়সের ছাপ কমায় ও ত্বক সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে।

সকালের এই ৬ অভ্যাসেই ওজন কমবে দ্রুত

মেদহীন ছিপছিপে চেহারা কম-বেশি সকলেই চান। তার জন্য পরিশ্রমও কম করেন না। নিয়মিত শরীরচর্চা করা, জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলা, মেপে খাওয়াদাওয়া, হাঁটাহাঁটি, দৌড়ানো এবং আরও কত কিছু উপায় অবলম্বন করেন। তবে এত চেষ্টার পরেও অনেক সময় ওজন কমতে চায় না। তাই অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। পুষ্টিবিদরা বলছেন, এত পরিশ্রম না করে প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজ করলেই দ্রুত ফলাফল মিলতে পারে।

তাহলে জেনে নিন, দ্রুত ওজন কমাতে প্রতিদিন সকালে কী কী কাজ করবেন -

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠুন

ওজন কমাতে চাইলে পর্যাপ্ত ঘুম খুবই প্রয়োজন। এক জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যান এবং খুব সকালে ওঠার অভ্যাস করুন। দেরি করে উঠলে হজমের গন্ডগোল হতে পারে, শরীরচর্চা ও ব্রেকফাস্টের নিয়মেও ব্যাঘাত ঘটে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়লে নির্দিষ্ট সময় নিয়ে ব্যায়াম, স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট সবই নিয়মমাফিক হয়।

রোদে বসুন

হাড় মজবুত রাখার পাশাপাশি ওজন কমানোর জন্যও ভিটামিন ডি বা সানশাইন ভিটামিন খুবই প্রয়োজন। প্রাকৃতিক উপায়ে ভিটামিন ডি গ্রহণের জন্য কয়েক মিনিট সূর্যের আলোতে বসুন। সকালে কিছুক্ষণ সূর্যের আলোয় থাকলে এনার্জি বাড়বে, হরমোনের পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ-এ থাকবে এবং ওজন কমাতেও সাহায্য করবে।

শরীরচর্চা

ওজন কমাতে বা রোগা হতে চাইলে নিয়মিত শরীরচর্চা করতেই হবে। তাই প্রতিদিন সকালে সময়মতো শরীরচর্চা বা যোগব্যায়াম করুন। সকালের দিকে শরীরচর্চা করলে তা ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় বেশি প্রভাব ফেলে। তাছাড়া, শরীরচর্চা আমাদের শরীরকে সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে, সক্রিয় রাখে ও এনার্জি বাড়ায়।

সকালে জল পানের অভ্যাস করুন। জল মেটাবলিজম বাড়ায়, শরীর থেকে টক্সিন বার করে এবং ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও, জল শরীরকে হাইড্রেট রাখে এবং খিদে কমায়। আপনি রোজ সকালে নর্মাল জল কিংবা উষ্ণ লেবু জল পান করতে পারেন। তবে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে উষ্ণ লেবু জল সবচেয়ে ভাল বিকল্প। হজমের উন্নতিতেও দারুণ সাহায্য করে গরম জল।

প্রোটিন সমৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট

ব্রেকফাস্ট কখনই স্কিপ করবেন না, তাহলে কিন্তু ফলাফল বিপরীত হতে পারে। প্রোটিন সমৃদ্ধ প্রাতঃরাশ করার চেষ্টা করুন। পুষ্টিবিদরা বলছেন, ভরপুর প্রোটিন আছে এমন খাবার অনেকক্ষণ পেট ভরতি রাখতে সাহায্য করে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। এছাড়াও, প্রোটিন পেশী তৈরি করতে, মেটাবলিজম বাড়াতে এবং শরীরকে শক্তিশালী রাখতেও সাহায্য করে।

আপনার বয়স কি চল্লিশের কোটায়? সাবধান!

হাঁটার গতির ওপর সহজ এক পরীক্ষা চালিয়ে গবেষকরা কতো দ্রুত বয়স বাড়ছে সেটা পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন। চল্লিশ বছর বয়সে আপনি কত দ্রুত হাঁটতে পারেন তা বলে দেবে আপনার মগজ এবং শরীরের বয়স কত দ্রুত বাড়ছে বা বাড়ছে না- এ খবর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।যারা ধীরে হাঁটেন তারা যে শুধু তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যান তাই নয়, তাদের মুখও দেখায় বুড়োটে এবং তাদের মস্তিষ্কের আকৃতিও ছোট হয়ে যায়।আন্তর্জাতিক গবেষকদের দলটি বলেছে, তাদের এই গবেষণার ফলাফল ''দারুণ চমকপ্রদ'' চিকিৎসকরা সাধারণত হাঁটার গতি ও ভঙ্গী দেখে কারো স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বুঝতে পারেন, বিশেষ করে ৬৫ বছরের বেশি বয়স যাদের। কারণ হাঁটার গতিপ্রকৃতি থেকে মাংসপেশীর শক্তি, ফুসফুসের সুস্থতা, মেরুদণ্ডের শক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির উজ্জ্বলতা বোঝা যায়। বৃদ্ধ বয়সে হাঁটার গতি ধীর হয়ে যাওয়ার সঙ্গে স্মৃতিভ্রমের যোগাযোগও করেছেন কোন কোন বিজ্ঞানী।''সমস্যার লক্ষ্ণ''এই গবেষণা চালানো হয়েছে নিউজিল্যাণ্ডে এক হাজার লোকের ওপর। যাদের জন্ম ১৯৭০এর দশকে। ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের সবরকম তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের হাঁটার গতিপ্রকৃতির ওপর পরীক্ষা চালানো হয় আরও আগে থেকে।এই গবেষণায় যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করা হতো, বিভিন্ন সময়ে তাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতার পরীক্ষা নেয়া হতো এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্ক্যান করা হতো। তাদের শিশু বয়স থেকে প্রতি দু'বছর অন্তর বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির সক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা হতো।''এই গবেষণায় দেখা গেছে বৃদ্ধ বয়স হবার আগেই ধীরগতিতে হাঁটা সমস্যার প্রতি একটা ইঙ্গিত,'' বলছেন লণ্ডনের কিংস কলেজ এবং আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং এই গবেষণা পত্রের প্রধান লেখক টেরি মফিট।তিনি বলছেন, এমনকী ৪৫ বছর বয়সী যারা ধীরে হাঁটেন তাদের মধ্যেও হাঁটার গতিতে বিস্তর ফারাক দেখা যায়।তবে তার কথায় মোদ্দা বিষয়টা হল, যাদের হাঁটার গতি যত ধীর হয়ে যায় তাদের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াও তত দ্রুততা পায়। তাদের ফুসফুসের ক্ষমতা, দাঁতের অবস্থা এবং রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা যারা দ্রুত হাঁটেন তাদের থেকে খারাপ হয়ে যায়।এই গবেষণায় সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা হলো মস্তিষ্কের স্ক্যান থেকে দেখা গেছে যাদের হাঁটার গতি যত ধীর হয়ে গেছে, তাদের মস্তিষ্কের বয়স তত বেশি বেড়ে গেছে।গবেষকরা আরও দেখেছেন, মাত্র তিন বছর বয়সে মানুষের বুদ্ধি, ভাষা ও স্নায়বিক দক্ষতা পরীক্ষা করে তারা নির্ধারণ করতে পারেন ৪৫ বছর বয়সে তাদের হাঁটার গতি কী হবে।তারা বলছেন, চল্লিশের বেশি বয়সে যাদের হাঁটার গতি ধীর হয়ে যায়, শিশুকালে তাদের আই.কিউ. (বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠি) যারা ৪৫ বছরেও দ্রুত হাঁটেন তাদের থেকে ১২ পয়েন্ট কম ছিল।''জীবনযাপনের সঙ্গে যোগাযোগ''আন্তর্জাতিক গবেষক দল তাদের গবেষণা ফলাফলে লিখেছেন, স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধিমত্তার মধ্যে পার্থক্যের একটা কারণ শিশুকাল থেকে জীবনযাপনের মান। জীবনের শুরুতে যারা ভালো মানের জীবনযাপনের সুযোগ পেয়েছেন তাদের বুদ্ধিমত্তা ও স্বাস্থ্যের ওপর তার একটা প্রভাব পড়েছে।গবেষকরা বলছেন, অল্প বয়সে হাঁটার গতি পরিমাপ করে মানুষের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াকে ধীরগতি করার পদ্ধতি বা চিকিতসা নিয়ে গবেষণা সম্ভব।নিচু ক্যালরির খাবার খাওয়া থেকে শুরু করে মেটফরমিন জাতীয় ওষুধ খাওয়ার উপযোগিতা নিয়ে এখন গবেষণা চালানো হচ্ছে।

অনিয়মিত ঘুম ৬ রোগের ঝুঁকি বাড়ায়

সুস্থ থাকতে হলে নিয়মিত ঘুমের বিকল্প নেই। কারণ সারা দিনের ক্লান্তি দূর করে ঘুম। তাই প্রতি রাতে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। তবে অনেকেরই ঘুমের সমস্যা রয়েছে। ঘুমের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। কারণ ঘুম আসে না। অনেকেই ঘুমানোর জন্য ঘুমের ওষুধ খেয়ে থাকেন। তবে চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। ঘুমের ওষুধের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আসুন জেনে নিই অনিয়মিত ঘুম যেসব রোগের ঝুঁকি বাড়ায়-১. পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বা কম হলে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বাড়তে পারে। চিকিতকদের মতে, ঘুম না হলে শরীরের ''লিভিং অরগানিজমগুলো ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। নষ্ট হতে পারে শরীরের হরমোনের ভারসাম্য। বাড়তে পারে উচ্চ রক্তচাপ ও হাইপার টেনশন। ২. ঘুম কম হলে হার্টের সমস্যা হতে পারে। ঘুমের সময় হৃতিণ্ড ও রক্তনালি বিশ্রাম পায়। তাই ঘুম কম হলে প্রতিনিয়ত কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা বাড়তে থাকে। ফলে হার্টের সমস্যা বাড়তে থাকে। ৩. ঘুম পর্যাপ্ত না হলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। দীর্ঘদিন রাতে না ঘুমানো বা কম ঘুমানোর ফলে শরীরে ইনসুলিন উতাদন ব্যাহত হয়। তাই ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। ৪. ঘুম শরীরের ক্ষতি পূরণ ও শক্তি সঞ্চয়ের একটি পন্থা। তাই ঘুম কম হলে তা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়। আমরা যখন ঘুমাই, তখন আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী ''লিভিং অরগানিজম''। কিন্তু আমরা না ঘুমালে এই ''লিভিং অরগানিজম''গুলো কাজ করতে পারে না। ফলে ক্রমশ আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। ৫. মস্তিষ্কে ওরেক্সিন নামের একটি নিউরোট্রান্সমিটার আছে, যা মস্তিষ্ককে সচল রাখতে সহায়তা করে। প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম না হলে ওরেক্সিন উতাদনের গতি মন্থর হয়ে যায়। ৬. প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বাড়তে পারে হজমের সমস্যা। না ঘুমালে শরীরের পাচন ক্রিয়ায় সাহায্যকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। ফলে খাবার হজমে সহায়ক পাচক রসগুলো উপযুক্ত মাত্রায় নিঃসরণে বাধা পায়।

পদভেদু চাষীদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছে ‘এসএসটি’, গৃহীত কৃষির উন্নত কৌশলও

তিরুভানামালাই, ৮ জুন (হি.স.): তিরুভানামালাই জেলার কিছু গ্রামে এখন সারা বছর ফসল বপনও করা হয় এবং কাটা হয়। পূর্ববর্তী সময়ে এই এলাকায় সেচের সংস্থান না থাকায় এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমে যাওয়ায় ফসলও তোলা কঠিন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এখন এখানকার কৃষকরা সারা বছরই ধান ও কলা চাষ করছেন। শুধু তাই নয় এখানকার কৃষকদের মুখে এখন হাসি ফুটেছে। পদভেদু গ্রাম পঞ্চায়েতের পুদুর গ্রামের কৃষক পি. সুব্রামানিয়াম অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে বলেছেন, এই গ্রামে সবুজ এবং নতুন চাষের কৌশলগুলির কৃতিত্ব শ্রীনিবাসন পরিষেবা ট্রাস্টের (এসএসটি) প্রাপ্য। সুব্রামানিয়াম জানান, গ্রামের মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে এসএসটি-এর ফিল্ড ডিরেক্টর ত্যাগরাজনের কাছে গিয়েছিলেন। এরপর শুরু হয় আশপাশের গ্রামের পুকুরগুলি পুনরুজ্জীবিত করার কাজ। বর্তমানে এসএসটি-এর কারণে, আমরা শুধুমাত্র বছরে তিন-তিনবার ধানই কাটাই নয় কৃষির উন্নত কৌশলও গ্রহণ করছি। সুব্রামানিয়াম বলেন, এসএসটি-এর সাহায্যে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

ফিল্ড ডিরেক্টর ত্যাগরাজন জানান, গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা শুনে এসএসটি পুদুর গ্রামের পুকুর থেকে পলি অপসারণের পরিকল্পনা করে এবং তা সম্পন্ন করে। এরপর বৃষ্টির জল জমানো জয়। ফলে সারা বছরই সেচের জন্য জল পাওয়া যায় এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পুদুর গ্রামের ভূগর্ভস্থ জলস্তর ৭০০ ফুট থেকে ১৫ থেকে ২০ ফুটে নেমে এসেছে। ত্যাগরাজন আরও জানান, পুদুর গ্রাম ছাড়াও, অনন্তপুরম এবং পদভেদু গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯টি গ্রামের ১৭টি পুকুর থেকে পলি অপসারণের কাজ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সহায়তায় এসএসটি দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। একই সঙ্গে তামরই (পদ্ম) সেচ পুকুর থেকে পলি অপসারণ ছাড়াও এই পুকুরে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের চ্যানেল (পথ) প্রস্তুত করা হয়। এসএসটি-র এই কাজটি দু’টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯টি গ্রামের ৫৩০০ জন মানুষ উপকৃত হয়েছেন। ১৩৩২ একর কৃষি জমিতে সেচের জন্য সারা বছর জল পাওয়া যেত।

৫০৫০ হেক্টর বনাঞ্চল প্রস্তুত ত্যাগরাজন উল্লেখ করেছেন, পলুর এবং পশ্চিম আরনি অঞ্চলগুলি অনুর্বর জমি ছিল। বন বিভাগের সহযোগিতায় এসএসটি এই এলাকায় বৃক্ষরোপণের কাজ হাতে নিয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৮ সাল অর্থাৎ ১১ বছরে এই এলাকা বনাঞ্চলে রূপান্তরিত হয়ে সবুজের সমারোহ হয়েছে। এভাবে মোট ৫০৫০ হেক্টর বনভূমি প্রস্তুত করা হয়। এসএসটি ফিল্ড ডিরেক্টর ত্যাগরাজন জানান, এটি পাহাড়ি এলাকা। গ্রীষ্মের দিনে প্রায়ই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে দুটি গাছের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখেছিল এসএসটি। এর পাশাপাশি স্থানীয় নাগরিকদের সহায়তায় একটি মনিটরিং টিম তৈরি করা হয়েছিল, যাতে এই দলটি বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা রোধে সতর্ক ও পাহারা দেয়। ত্যাগরাজন বলেন যে এসএসটি ১৯৯৬ সালে শুরু হয়েছিল এবং তারপর থেকে এটি তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং হিমাচল প্রদেশে কাজ করছে।

টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার, আটকানোর চেষ্টা পুলিশের

হাওড়া, ৮ জুন (হি. স.) : ২০১৪-র প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এবং স্বচ্ছভাবে দ্রুত নিয়োগের দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল টেট উত্তীর্ণদের একাংশ। বুধবার সেই অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হল হাওড়ায়।উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের অভিযান ঘিরে অশান্তি তৈরি হয় নবান্ন সংলগ্ন অঞ্চলে। ২০১৪ সালে পাস করেও চাকরি না পাওয়ার অভিযোগ নিয়ে নবান্নর সামনে বিক্ষোভ দেখান চাকরিপ্রার্থীরা। কীভাবে জুটবে খাবার, প্রশ্ন করেন পাস করা পরীক্ষার্থীদের একাংশ। সেই মিছিল আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। এলাকায় হাওড়া পুলিশের বিশাল বাহিনী জড়ো হয়। এঁদের মধ্যে কারও কারও দাবি, ”২০১৪ র পরীক্ষায় ফেল করেও চাকরি পেয়েছে অনেকে। তারা চাকরিও করছে।”বুধবার মাঝপথেই আন্দোলনকারীদের আটকে দেয় পুলিশ। বাধা পেয়ে শুরুতে রাস্তাতেই বসে পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা। শুরু হয় স্লোগান!এরপর পুলিশ আন্দোলনকারীদের রাস্তা থেকে টেনে হিঁচড়ে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলে বচসা শুরু হয়। প্রসঙ্গত, এসএসসি’র পর ২০১৪’র প্রাথমিক টেটেও দুর্নীতির অভিযোগে দায়ের হয়েছে মামলা। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটোয় হবে শুনানি। মামলাকারীদের দাবি, টেটে ফেল করেও চাকরি করছেন ৮৬ জন! আর এই অভিযোগ ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

নুপূর শর্মার সমর্থনে কঙ্গনা রানাউতের মন্তব্যে বিতর্ক তুঙ্গে

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে বিজেপি নেত্রী নুপূর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছেই। এরই মধ্যে নেত্রীর পাশে এসে দাঁড়ালেন কঙ্গনা রানাউত। একটি সুপরিচিত বাংলা নিউজচ্যানেল খবরটি ফেসবুকে দেওয়ার পর ৫ মিনিটে, সকাল সাড়ে ১১টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৩২৩, ৫৬, ৬। বেলা ১টায় যথাক্রমে ১ হাজার, ৪১১ ও ১৭।

কঙ্গনা মঙ্গলবার ইন্সটাগ্রামে লিখেছেন, ‘‘এটা তো আফগানিস্তান নয়, নিজের মতামত যে কেউ প্রকাশ করতেই পারেন।‘‘ কঙ্গনা জানান, নূপুর তার মনের কথা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতেই পারেন। তিনি তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন যে আমি দেখেছি ওঁকে সব ধরনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন যখন হিন্দু দেবদেবীকে অপমান করা হয়, তখন আমরা আদালতে যাই, তখন এটা করবেন। এটা আফগানিস্তান নয়। আমরা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত একটি সরকার দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রে রয়েছি। একে গণতন্ত্র বলে। এটি শুধুমাত্র তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, যারা সবসময় এই জিনিসটি ভুলে যান। শ্যামল চন্দ্র সাহা লিখেছেন, “গত বৎসর বাংলাদেশে দুর্গা পূজার সময় যে হিংস্র এবং নৃশংস ঘটনা ঘটেছিল তখন কোথায় ছিল এই সকল ৫৬-৫৭ দেশের শান্তির দূতেরা?” প্রতিক্রিয়ায় পার্থ সরকার লিখেছেন, “কতো তীব্র নিন্দা করেছে সে তো খবরে দেখেছি। ’৭১এ বাংলাদেশে ২২ কী কিছু বেশি হিন্দু ছিল। আর এখন ৪-৫ আছে কিনা জানি না। বাকিরা কই গেলো?

সুব্রত আঢ্য লিখেছেন, “দুর্গা পুজোতে বাংলাদেশের ঘটনার কথা ভুলে গেলে চলবেনা। ভয়ংকর সেই অত্যাচার হিন্দুদের ওপরে, আমরা কোনদিন ভুলবো না।“ গোপাল চন্দ্র মন্ডল লিখেছেন, “কিন্তু আমাদের মধ্যেই যে বহু আফগান লুকিয়ে!“ বিশ্বজিৎ মন্ডল লিখেছেন, “সত্যবচন, তবে বাঙালী হিন্দুরা এখনও ঘুমাচ্ছে। জাগানো অপরাধ“।

শিমরান শাহি বালিখেছেন, “দেশে ক্ষমতায় বিজেপি থাকতে সাহস কিভাবে হয় শিবকে অপমান করার। তার মানে বিজেপি ভন্ড।” ফিরোজ আহমেদ লিখেছেন, “এইটা আফগানিস্তান নয়। এইটা ভারত। নানা পথ মত আর ধর্মের দেশ ভারত। কোন একক ধর্ম বা গোষ্ঠীর নয়। ক্ষমতাসীনরা যখন কোন ধর্মের প্রবক্তাকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করে তখন তা বিপদ জনক বার্তা বহন করে।“ জাহিদুর রহমান লিখেছেন, “প্রতিটি পদক্ষেপ আমার মনে হয় ২০২৪এর নির্বাচনকে লক্ষ্য করে।এবার সাম্প্রদায়িক দাঙা, সন্ত্রাসী হামলা, উগ্র জাতিয়তাবাদ ইত্যাদি পরিকল্পনা মাফিক হবে। কিন্তু দেশের সম্মান নষ্ট হল একটি ভন্ড ঘৃণিত দলের দ্বারা। এবার আপনারা বলুন দেশদ্রোহীদের কি শাস্তি হওয়া উচিৎ?“

সাঁতার না জানা বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, ভাগিরথীতে তলিয়ে গেল ২ কিশোর

মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন (হি. স.) : সাঁতার না জানা বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে গেল দুই বন্ধু। বুধবার এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বহরমপুর নিয়াল্লিশয়াড়া ঘাটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ দুই দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। নিখোঁজ দুই কিশোরের নাম সোহম ঠাকুর (১৭) ও অর্ঘ্যদ্বীপ মিত্র (১৭)। এখনও পর্যন্ত সোহমের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অর্ঘ্যদীপের খোঁজে ডুবুরি নামিয়ে খোঁজ শুরু করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে যায় বহরমপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে উচ্চমাধ্যমিক দুই পরীক্ষার্থী ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নামে। তাদের সঙ্গে স্নান করতে নামে আরও এক বন্ধু। তবে কিছুক্ষণ পরেই সে উঠে আসে। বাকি দুজনের মধ্যে সোহম সাঁতার জানত না। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বন্ধুকে তলিয়ে যেতে দেখে তাঁর হাত ধরে অর্ঘ্যদ্বীপ। এরপর দুজনেই জলে তলিয়ে যায়। দুজনের মধ্যে একজনের মাথা একবার দেখা মিললেও আর তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয়রা গঙ্গায় ঝাঁপিয়েও তাদের উদ্ধার করতে অক্ষম হয়। সোহম ঠাকুরের দেহ উদ্ধার করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। বিকেলেও নিখোঁজ অর্ঘ্যদ্বীপ মিত্র। ঘটনাস্থলে রয়েছে বহরমপুর থানার পুলিশ। ডুবুরি দিয়ে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। মর্মান্তিক এরকম ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বহরমপুর থানায়। ডুবুরি ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এসে উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে। পাথরের খাঁজ থেকে উদ্ধার হয়েছে সোহমের দেহ। দুজনের বাড়ি বহরমপুরের খাগড়া এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া দুই পরিবারে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন স্থানীয় কাউন্সিলর হিরু হালদার। তিনি বলেন, ’খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। খেলাধূলার পর স্নান করতে নেমে আর ফিরে এল না। খুবই খারাপ লাগছে, আমাদেরই এলাকার দুজন তরতাজা যুবক এভাবে নদীতে তলিয়ে গেল। প্রশাসন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, সবরকম সহায়তা করছে। উদ্ধারকারী দল এসে দেহ উদ্ধারের কাজে নেমেছে।’ গোটা ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রকে কটাক্ষ মমতার

আলিপুরদুয়ার, ৮ জুন (হি. স.) : নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ার সফর শেষ করার আগে জনসভায় তিনি বলেন, “সব কিছুর দাম এত বেড়ে গিয়েছে যে, বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। উজালা গ্যাস দিয়েছিল কেন্দ্র, এখন কী করছেন সেই গ্যাসে?”

তার পরেই সরাসরি বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলে তিনি বলেন, “ভোট এলেই বলবে, সেপারেট স্টেট দেব। আর ভোট মিটতেই দেশের অবস্থা দেখুন, জিনিসপত্রের দাম কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।” কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বলেও মঞ্চ থেকে অভিযোগ জানান মুখ্যমন্ত্রী।সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিঁধতে ছাড়েননি মমতা। তিনি দাবি করেন, দুয়ারে রেশন থেকে শুরু করে লক্ষীর ভান্ডার রাজ্য সরকার সমস্ত রকম জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে প্রান্তিক ও গরিব মানুষের পাশে আছে।শেষ দিনে গণবিবাহের আসরে ধামসা-মাদলের তালে আদিবাসী নাচের ছন্দে মেতে উঠতে দেখা গেল তাঁকে। তার পরে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের অনুষ্ঠানেও অন্য মেজাজে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে। নিজের বক্তৃতার একেবারে শেষে বললেন, “আপনারা ভাল থাকলে, আমিও ভাল। আপনারা খারাপ থাকলে আমি কোথায় যাব?” পাশাপাশি তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপিকে। কখনও ব্যাডমিন্টন, কখনও আবার ধামসা-মাদলের তালে আদিবাসী নৃত্য মমতার উত্তরবঙ্গ সফর মানেই একটু অন্য রকম। এ বারের আলিপুরদুয়ার সফরেও তার ব্যতিক্রম হল না। বুধবার সকালে হাসিমারা সুভাষিণী চা বাগানের মাঠে মুখ্যমন্ত্রী যোগ দেন একটি গণবিবাহের অনুষ্ঠানে। সেখানেই ধামসা-মাদলের তালে তালে আদিবাসী নৃত্যে মেতে উঠতে দেখা গেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। নবদম্পতিদের আশীর্বাদ করেন মমতা। রাজ্য সরকারের তরফে প্রত্যেক দম্পতিকে রূপশ্রী প্রকল্পের আওতায় ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

অনুব্রত-যোগে সিবিআইয়ে হাজিরা রাজ্যের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অভিজিৎ চৌধুরীর

দুর্গাপুর, ৮ জুন (হি. স.) : চিকিৎসক হিসাবে অভিজিৎ চৌধুরীর স্বীকৃতি সর্বজনবিদিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কথাও সবার জানা। ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় এ বার রাজ্যের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অভিজিৎ চৌধুরীকে সিবিআই তলব করল।বুধবার তাঁকে দুর্গাপুরের অস্থায়ী দফতরে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সেখান থেকে বেরিয়ে চিকিৎসক অভিজিতের কটাক্ষ, ‘‘যেখানে মহামানবেরা ঘুরে বেড়ান, সেখানে আসতে পেরেছি, এটা আমি জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি বলে মনে করছি।’’

বুধবার বেলা ১১টা নাগাদ দুর্গাপুরে সিবিআইয়ের অস্থায়ী দফতরে পৌঁছন অভিজিৎ। দুপুর ১টা নাগাদ সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বেরিয়ে যান তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিজিৎ বলেন, ‘‘খুনখারাপির মামলায় আমাকে ডাক কেন, তা ভেবে আমি পুলকিত। এত খুনের মাঝখানে আমি কী ভূমিকায় থাকতে পারি, এটা ভেবে আমি চমকে গিয়েছি। হাঙর ধরতে গিয়ে ওঁরা শোল-বোয়াল ধরে ফেলেছেন। ওঁরা যে সময় নিয়ে কথা বলছেন, ঘটনাচক্রে ওই সময়ে আমার ফোনে কোনও এক রাজনৈতিক নেতার ফোন এসেছিল। ওঁদের প্রশ্ন, ওই ফোনের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে কি না? আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি, ডাক্তারের কাছে শুধু দেবতারাই আসেন না, ডাকাতও আসেন। রাজনৈতিক নেতারা তো আসেনই।’’কটাক্ষের সুরে রাজ্যের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘‘কোনও রাজনৈতিক নেতার নাম করতে আমি আগ্রহী নই। অনেক রাজনৈতিক নেতা ফোন করেন। যে হেতু আমরা মানুষের সঙ্গে কাজ করি। কারও না কারও সঙ্গে তো কথা হয়েছিল। সেই জন্য ওঁরা আমাকে ডেকেছিলেন। আমি সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছি। এই পুণ্যভূমি, এই ব্রজধামে আসতে পেরে আমি পুলকিত। যেখানে মহামানবেরা ঘুরে বেড়ান সেখানে আসতে পেরেছি, এটা আমি জীবনের অন্যতম প্রাপ্তি বলে মনে করছি।”

রেণুর উপযুক্ত কাজ দেবে সরকার, দেবে চিকিৎসার খরচ ও কৃত্রিম হাত: মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : ডান হাত কাটা যাওয়া রেণু খাতুনের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন পলিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উপযুক্ত কাজ, চিকিৎসার খরচ এবং কৃত্রিম হাতের ব্যবস্থা করবে সরকার। বুধবার এই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।বুধবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘‘রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় গিয়ে দেখা করেছেন ওই তরুণীর সঙ্গে। নার্সিং পরীক্ষার প্যানেলের ২২ নম্বরে নাম ছিল ওই তরুণীর। তার ডান হাত নেই। তাই সে যে কাজটা করতে পারে আমরা তার ব্যবস্থা করব।” পাশাপাশি রাজ্য সরকার রেণুর চিকিৎসার খরচ দেবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ওই তরুণী যেখানে চিকিৎসা করিয়েছেন সেখানে ৫৭ হাজার টাকা নিয়েছে। এটা স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে হয়নি, কেন হয়নি তা দেখছি। মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছি।” রেণুর জন্য কৃত্রিম হাতের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানিয়েছেন মমতা। শনিবার রাতে রেণুর ডান হাত কেটে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তঁর স্বামী শের মহম্মদের বিরুদ্ধে। পুলিশ শের মহম্মদ এবং তার বাবা-মাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রেণু। বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রী যাতে হস্তক্ষেপ করেন সেই আবেদন আগেই জানিয়েছিলেন রেণু।

এক ধাক্কায় কমল তিরিশটির বেশি শেয়ারের দাম

মুম্বই, ৮ জুন (হি. স.) : বুধবারও ধস অব্যাহত শেয়ার বাজারে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের তিরিশটির বেশি শেয়ারের দাম একলাফে অনেকটাই কমে যায়। সূচক ৬০ পয়েন্ট (০.১১ শতাংশ) কমে দাঁড়ায় ৫৫, ০৪৭ পয়েন্টে। সূচক পড়ে নিফটিরও। নিফটির সূচক ১৮ পয়েন্ট কমে দাঁড়ায় ১৬, ৩৯৭ পয়েন্টে।বুধবার সকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানান, মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে রেপোরেট বৃদ্ধি করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই দালালস্ট্রিটে ছিল উদ্বেগ। এদিন বাজার খোলার পর থেকে দালালস্ট্রিট ছিল ঝিমিয়ে। মঙ্গলবার বাজার বন্ধের পর প্রতিটি সংস্থার শেয়ার যে অবস্থায় ছিল, বুধবার বাজার খোলার সময় সূচকে তেমন কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি। পরিবর্তন চোখে পড়ল রেপোরেট বৃদ্ধির ঘোষণা হতেই। সূচক তাসের ঘরের মতো পড়তে শুরু করে।

ইরানে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত একাধিক

তেহরান, ৮ জুন (হি. স.) : ইরানে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৭ জন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও বহু যাত্রী। বুধবার সকালে ইরানের পূর্বাঞ্চলে যাত্রীবাহী একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনাকবলিত এই ট্রেনটি ৩৫০ জন যাত্রী ছিল।বুধবার সকালে মরুভূমির শহর তাবাস থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার (৩০ মাইল) দূরে ট্রেন লাইনচ্যুতির এই ঘটনা ঘটে। দুর্গম এলাকার এই রেলপথটি তাবাস শহরের সাথে ইয়াজদ শহরকে সংযুক্ত করেছে। ভোরের অন্ধকারে মধ্যে ট্রেনের সাতটি বগির মধ্যে চারটি লাইনচ্যুত হয়। তবে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ১৩ জন বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার খবর পাওয়ার পর দুর্ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স ও তিনটি হেলিকপ্টারসহ উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে। তবে দুর্ঘটনাস্থলটি দুর্গম এলাকা হওয়ায় সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকটা দুর্বল।

কানপুর হিংসা মামলায় পিএফআই-র তিন সদস্য সহ ৫৪ অভিযুক্ত গ্রেফতার

কানপুর, ৮ জুন (হি.স) : কানপুরে জুমার নমাজের সময় হিংসার ঘটনায় পিএফআই-র তিন সদস্য সহ এখনও পর্যন্ত ৫৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সকলের বিরুদ্ধেই হিংসার ঘটনায় যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছে পুলিশ।বুধবার পুলিশের যুগ্ম কমিশনার আনন্দ প্রকাশ তিওয়ারি জানিয়েছেন, কানপুরের বেকনগঞ্জে অবস্থিত নাই রোডে ৩ জুন হিংসার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দুষ্কৃতী ও পাথর ছোড়াকারীদের চিহ্নিত করে পোস্টার জারি করা হয়েছে। এ মামলায় এ পর্যন্ত ৫৪ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশের যুগ্ম কমিশনার বলেন, কানপুর হিংসা মামলার প্রাথমিক তদন্তে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া (পিএফআই) হিংসা ছড়িয়ে দেওয়ার পিছনে একটি বড় ষড়যন্ত্র করেছিল। এখনও পর্যন্ত, ৫৪ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে পিএফআই-এর তিনজন রয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

যুবকদের কর্মসংস্থানের দাবীতে আগরতলায় যুব তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। যুবকদের কর্মসংস্থানের দাবিতে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব তৃণমূল কংগ্রেস এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেছে বুধবার। এদিন আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়েছিল। মিছিলে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, বিজেপি সরকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় রাজ্যবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বছরে ৫০ হাজার চাকরি প্রদান করবে এবং ঘরে ঘরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু চার বছরে সরকারের প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি। তাই বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে রাজ্যের সরকারি দপ্তর গুলিতে শূন্য পদ পূরণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে প্রদেশ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন , প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুবল ভৌমিক সহ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

এদিকে, বুধবার বাড়ি বাড়ি প্রচারে বের হলেন ৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সংহিতা ব্যানার্জি। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। নির্বাচনে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে রয়েছে বলে দাবি করেন সুবল ভৌমিক। প্রচারে বেরিয়ে মানুষের বিপুল সাড়া পেয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, বিগত সাড়ে চার বছরে মানুষ রাজ্যে শান্তি উপলক্ষে করতে পারেনি। রাজ্যে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে বেছে নেবে বলেই আশা সুবল ভৌমিকের।

অফিস

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিগত বাম আমলে ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে। যে সময় জায়গা টি পঞ্চায়েতের ঘরের জন্য নেওয়া হয়েছিল সে সময় তৎকালীন সরকার কাগজপত্র করেনি। ফলে আজ এই পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে পঞ্চায়েত।

এদিকে চাকমা ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ছুটে যান তেলিয়ামুড়া ব্লকের বি ডিও দেবপ্রিয়া দাস। তিনি বলেন, কোর্টের নির্দেশ অনুসারে পঞ্চায়েতের জিনিসপত্র নিয়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে চাকমা ঘাট কমিউনিটি হলে। আগামী দিন কোর্টের ফাইনাল কপি আসলে এই জায়গা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কোর্টে আবেদন করবে।

শুরু হচ্ছে

● **প্রথম পাতার পর**

নায়ক সিআরএস পরিদর্শন করে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। রেল বিভাগের এই অদূরদর্শিতার জন্য ডিমা হাসাও সহ বরাক উপত্যকার তিন জেলা এবং পার্শবর্তী ত্রিপুরা, মণিপুর ও মিজোরামের মানুষকে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়েছে।

এমতাবস্থায় লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে রেলপথের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দেওয়ায় এবার লংকা-চন্দ্রনাথপুর বিকল্প নতুন রেলপথের চূড়ান্ত সমীক্ষার কাজ শীঘ্রই সম্পূর্ণ করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনশুল গুপ্তাকে নির্দেশ দিয়েছে রেলবোর্ড।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এনসিসি-র প্রশিক্ষণ শিবিরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। রাজধানীর এনএসআরসিসি-তে ১৩ নং এনসিসি বাহিনীর ১০ দিনব্যাপী বাৎসরিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। গত ৫ জুন এই ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ১৪ জুন পর্যন্ত। বুধবার এই ক্যাম্পের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেছেন লেফটেন্যান্ট সমীর কুমার দিয়াবাঘ। লেফটেন্যান্ট সমীর কুমার দিয়াবাঘ জানিয়েছে, এদিনের রক্তদান শিবিরে প্রায় ৭০ জন ক্যাডেট রক্তদান করেছেন। মূলত সামাজিক কর্মকান্ড হিসেবে রক্তদানের আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি আরো বলেছেন, ত্রিপুরায় রক্তদান উৎসবের মতো পালিত হয়। তাই উৎসবের আমেজেই সমাজসেবার অঙ্গ হিসেবে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এদিনের রক্তদানটি আয়োজন করা হয়েছিল।

তালাবন্দী

● **প্রথম পাতার পর**

রয়েছে। তার মধ্যে দুজন নিত্যদিন অফিসে আসলেও অবিরাম দেববর্মা নামে এক বিদ্যুৎকর্মী সপ্তাহে একবার কিংবা পুরো মাসে দু-তিনবার অফিসে আসে।

অফিসের অ্যাটেনডেন্স খাতায় এই দু তিন দিন এসেই পুরো মাসের সই করে যায় ওই গুণধর বিদ্যুৎকর্মী। পুরো ঘটনা নিজ মুখেই সংবাদমাধ্যমের সামনে স্বীকার করেন এই অফিসের বিদ্যুৎকর্মী প্রমোদ দত্ত। স্থানীয়দের অভিযোগ নেহাল চন্দ্রনগর বাজারের বিদ্যুৎ অফিসের কর্মীরা দুপুর ১২টায় অফিসে এসে ৩ টায় অফিস বন্ধ করে চলে যায়। ঠিক সময়ে অফিস খোলাও হয় না।

এই এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যা দূরীকরণে অনতিবিলম্বে দপ্তর এর উর্ধতন কর্মকর্তাদের কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের দাবি উঠেছে এলাকাবাসীদের তরফ থেকে। এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ।প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকেও সংবাদ মিলেছে যে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। সামান্য বৃষ্টি বা তুফন হলেই বিদ্যুৎ পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বিদ্যু১ পরিবাহী তারের অবস্থা খুবই করুন। বহু এলাকায় অনেক বছরের পুরনো তার রয়েছে যেগুলি সামান্য বাতাসেই ছিড়ছে।

নর্থ ব্লকের একটি রুমে আগুন, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): আগুন লাগল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নর্থ ব্লক হাইজিংয়ের একটি রুমে। মঙ্গলবার গভীর রাত ১২.১৮ মিনিট নাগাদ নর্থ ব্লকে (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ) আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৭টি ইঞ্জিন। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই দমকলের তৎপরতায় নিভিয়ে ফেলা হয়।

দিল্লি দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাত ১২.১৮ মিনিট নাগাদ নর্থ ব্লকের একটি রুমে (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ) আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৭টি ইঞ্জিন।

অফ ইন্ডিয়া

● **আটের পাতার পর**

সমস্যা নিয়ে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই মহাকরণ অভিযান করা হবে বলে জানিয়েছেন রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া রাজ্য সভাপতি সত্যজিৎ দাস। তবে বর্তমানে উপ নির্বাচনের কারণে তারা কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন। নির্বাচনের পরই সমস্ত কার্যক্রম গ্রহন করা হবে বলে জানিয়েছেন।

হাওয়াইবাড়িতে

● **প্রথম পাতার পর**

ট্রাফিক ডিএসপি বিক্রমজিত শুক্লদাসকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ট্রাফিক দপ্তরের ডিএসপি এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। উদ্ধারকৃত গাঁজার মূল্য আনুমানিক কোটি টাকা। এদিকে পুলিশ চালক ও সহ চালকে গ্রেপ্তার করে। আগামী দিন এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

কবর পরিদর্শন

● **আটের পাতার পর**

কবি ও টিভি উপস্থাপক জাহাঙ্গীর রানা ত্রিপুরায় আসেন। তিনি কদমতলার চল্লিশ দ্রোণ কবর স্থানে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কবর গুলি পরিদর্শন করে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন রাখেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্তদের ত্রিপুরায় এনে দুদেশের যৌথ সমন্বয়ে কবর গুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করলে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর স্বাধীনতার চেতনা সম্পন্ন মানুষ এখানে আসবে। অন্যদিকে স্থানীয় এক এলাকাবাসী জানালেন,কবর গুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি তরফে কোন সাহায্য এখনো অবধি করা হয়নি। ওদের পূর্বসূরিরা এই মুক্তিযুদ্ধাদের এখানে দাফন করেছিলেন। চল্লিশদ্রোণ এলাকায় মোট ৫ জন মুক্তিযোদ্ধার কবর রয়েছে। রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বাঙ্কার ,গুলির খালি বাক্স ইত্যাদি।

৬৮১ টি

● **প্রথম পাতার পর**

কেন্দ্রে গিয়েও তারা ভোট দান করতে পারবে না বলে জানিয়েছেন তিনি ।সাথে তিনি যোগ করেন, আজ ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবেই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

ভবানীপুরে গুজরাটি দম্পতি খুনে তোপ দিলীপের, বললেন অন্য রাজ্যের মানুষের বাঁচার অধিকার নেই

কলকাতা, ৮ জুন (হি.স.): ভবানীপুরে গুজরাটি দম্পতি খুনের ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বললেন, পশ্চিমবঙ্গে অন্য রাজ্যের মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন, অথচ এখনও ভবানীপুর খুনে অভিযুক্তরা অধরা।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বুধবার দিলীপ ঘোষ বলেছেন, এ রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা নেই। একশ মিটারের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ১০০ ফোর্স। তার কিছুটা দূরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি সেখানে সবসময় ৫০ ফোর্স থাকে। সেই রকম নিরাপত্তায় মোড়া এলাকা খুন হয়ে যায় কী করে?

এর পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় অতিরিক্ত গরমে এগারো বছরের এক নাবালিকা অসুস্থ হওয়ার ঘটনায় দিলীপ ঘোষ বলেন, 'একটি ১১ বছরের নাবালিকা অতিরিক্ত গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে চোখেমুখে জল দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাইভে ছবি তুললেন। প্রশ্ন, রাজনৈতিক সভায় এত ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে এল কেন? কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী সাইকেল পেয়েছে বলে তাকে আসতে হবে? আমরা তো বারেবারে বলেছি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কিংবা অল্পবয়সীরা রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলে আসবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার সেটা নিয়ে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন।

এটা কি মগের মুলুক? শিক্ষককে ভর্ৎসনা হাই কোর্টের

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : "এটা কি মগের মুলুক? আপনাদের মতো লোকের জন্য ন'বছর স্থায়ী পদে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক।" বিচারপ্রার্থীর অভিযোগ ছিল, তাঁকে অন্যায় ভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বুধবার আংশিক সময়ের এক শিক্ষকের মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এই ভাষাতেই ভর্ৎসনা করেন।

১৯৯৮ সালের মে মাস থেকে ২০০৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত নদিয়ার গয়েশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলার আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন নাসিরুদ্দিন শেখ। তাঁর অভিযোগ, অন্যায় ভাবে তাঁকে শিক্ষকপদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২০১২ সালে হাই কোর্টে মামলা করেন নাসিরুদ্দিন ।রাজ্য শিক্ষা দফতরের যুক্তি, ওই পদ স্থায়ী নয়। অস্থায়ী শিক্ষক হিসাবে কিছু সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল নাসিরুদ্দিনকে। স্কুলে যোগ দেওয়ার সময় তাঁকে নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়নি। শুধু পরিচালন কমিটির সুপারিশ মেনে শিক্ষকের চাকরি দেওয়া হয়েছিল। স্থায়ী নিয়োগ করা সম্ভব না হলে অনেক সময় এই ধরনের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। স্কুলে যোগ দেওয়ার সময় পরিষ্কার জানানো হয়েছিল, এটা অস্থায়ী পদ। কেউ একে স্থায়ী চাকরি বলে ধরে নিতে পারেন না।এই প্রেক্ষিতেই বিচারপতির প্রশ্ন, "কার সুপারিশে চাকরি পেয়েছিলেন, স্থানীয় বিধায়ক?" মামলাটি খারিজ করেন বিচারপতি।

ডাম্পার ট্রাকে ধাক্কা গাড়ির, দুর্ঘটনায় আহত উত্তর প্রদেশের বিধায়ক কৈলাশ খারওয়ার

বারাণসী, ৮ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের চন্দৌলি জেলার চাকিয়া কোতোয়ালি থানা এলাকায় গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চাকিয়ার বিজেপি বিধায়ক কৈলাশ খারওয়ার। মঙ্গলবার গভীর রাতে চাকিয়া-মুঘলসরাই সড়কের ওপর গোনিয়া গ্রামের কাছে বিধায়কের গাড়ির সঙ্গে একটি ডাম্পার ট্রাকের জোরালো সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বিধায়কের গাড়ি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় চাকিয়ার বিজেপি বিধায়ক কৈলাশ খারওয়ারকে বারাণসী ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন কেমন রয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। দুর্ঘটনার পর থেকেই ডাম্পারের চালক পলাতক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে চাকিয়ার বিজেপি বিধায়ক কৈলাশ খারওয়ার নিজের স্করপিও গাড়িতে বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি কাশীনাথ সিংকে তাঁর গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার পর নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

মুর্শিদাবাদে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল ডাম্পার, মৃত্যু এক ব্যক্তির

মুর্শিদাবাদ, ৮ জুন (হি.স.): মুর্শিদাবাদে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘিতে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে অবস্থিত চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে একটি ডাম্পার। সেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃতের নাম-মুস্তাকিম শেখ (৭৭)। মৃতের বাড়ি সাগরদিঘী থানার অন্তর্গত অনুপপুরে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে গ্রামের রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন মুস্তাকিম। সেই সময় একটা ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসে ওই দোকানে ঢুকে পড়ে। ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার খবর পেয়ে সাগরদিঘী থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠায়।

স্ত্রীকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন, স্ত্রীকে খুন করার পর নিজে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামী। মৃতদের নাম অসিত ওরফে খোকন বাগদি (৩৩) ও রেনুকা বাগদি (২৫)। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার পাত্রসায়রের রামেশ্বরকুঁড়ে গ্রামে। মঙ্গলবার গভীর রাতে সাড়ে পাঁচ মাসের সন্তানের কান্না শুনে প্রতিবেশীরা গিয়ে বাড়ির ভেতরে রেণুকার মৃতদেহ দেখতে পান।

পরে বাড়ির অদূরে পুকুরের পাড়ে খোকনের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিস বুধবার সকালে মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায়। মদ্যপ অবস্থায় খোকন তাঁর স্ত্রীকে খুন করে ও পরে নিজে আত্মহত্যা করেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। কিন্তু, কেন স্ত্রীকে খুন করার পর সে নিজেও আত্মঘাতী হয়েছে, তা জানতে পারেনি পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রতিবেশীদের।

হরিশ মুখার্জি রোডের প্রৌঢ় দম্পতির উধাও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার

কলকাতা, ৮ জুন (হি. স.) : ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জি রোডের প্রৌঢ় দম্পতির খুনের কাণ্ডে নতুন সূত্রের খোঁজে পুলিশ। খুন হওয়া গুজরাতি দম্পতির হারিয়ে যাওয়া দুটি মোবাইল ফোনের একটি পাওয়া গেল ধর্মতলা চত্বরে।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার খুনের ঘটনার পর ওই দুটি মোবাইলের খোঁজে ছিল তারা। তার মধ্যে একটি মোবাইল চালু ছিল। ওই নম্বরে ফোন করলে রিংও হত। সেটি একটি ম্যানহোলের কাছে পায় পুলিশ ।ইতিমধ্যেই ফোনের কললিস্ট খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে পুলিস। ঘটনার আগে ও পরে ওই ফোনে কোন কোন নম্বর থেকে ফোন এসেছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

সোমবার সন্ধেয় ভবানীপুরে গুজরাটি ব্যবসায়ী দম্পতি অশোক শাহ এবং রশ্মিতা শাহের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ভবানীপুরের মতো জায়গায় জোড়া খুনে রীতিমতো তোলপাড় পড়ে যায় কলকাতায়। কী কারণে খুন করা হয়েছে ওই দম্পতিকে, তার খোঁজেই তদন্ত শুরু করেছেন লালবাজারের আধিকারিকরা।

প্রথমে নিহতদের মোবাইল ফোনের খোঁজে টাওয়ার অবস্থান চিহ্নিত করা শুরু করে পুলিশ। সেই সূত্র ধরে মঙ্গলবার রাতে এমজি রোড-স্ট্র্যান্ড রোডে চলে মোবাইলের খোঁজ। পরে রাতের দিকে ধর্মতলা চত্বরে একটি ম্যানহোলের কাছে পাওয়া যায় মোবাইলটি। এই মোবাইল ফোন উদ্ধারের ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে। কী ভাবে মোবাইলটি ধর্মতলায় গেল? আততায়ীরা ফোনটি চুরি করে থাকলে, কেনই বা তারা সেটি চালু অবস্থাতেই ফেলে রেখে গেল? ধর্মতলা থেকেই কি কোথাও পালিয়েছে খুনিরা?

আপাতত ওই ফোন থেকে কোনও তথ্য মেলে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ্য, খুন হওয়া অশোক সাহার বড়বাজার এলাকায় ব্যবসা ছিল। তাঁর একাধিক আত্মীয়েরও ওই অঞ্চলে দোকান রয়েছে। এই বিষয়টিকেও মাথায় রাখছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় খুন হন শাহ দম্পতি। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা যায় ব্যবসায়ী অশোক শাহকে ছুরি মেরে খুন করা হয়। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ মনে করছে, তাঁর স্ত্রীকেও খুন করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি ঘটে সোমবার দুপুর দেড়টা নাগাদ। প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীরা মনে করছেন, একাধিক আততায়ী ছিল এবং তারা শাহ দম্পতির পরিচিত।

চৌদ্দজন

● **প্রথম পাতার পর**

বড় সব ধরনের যানবাহন বিদ্যানগর গ্রামীণ সড়ককে ব্যবহার করছে বিগত কয়েক মাস ধরে। মাত্রাতিরিক্ত যানবাহন চলাচলের কারণে এই রাস্তা প্রচন্ড ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাস্তা একদিকে যেমন মেরামত করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না দপ্তর এর পক্ষ থেকে তেমনি অতিরিক্ত যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ এর জন্য ট্রাফিক দপ্তর কিংবা পুলিশ প্রশাসন থেকেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। সব ধরনের যানবাহন এই গ্রামীণ সড়ক দিয়ে চলাচলের কারণে প্রায়ই সেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছোট বড় দুর্ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বের হয়ে চলাচল করতে পারছেন না। অবৈজ্ঞানিক ভাবে জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজ চলার ফলে বর্ষার মরসুমে সম্পূর্ণরূপে চলাচল অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায় বিদ্যানগরের এই গ্রামীণ সড়কের উপর অত্যধিক চাপ পড়ছে যানবাহনের। যদিও পরবর্তী সময়ে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আশ্বাসে রাস্তা অবরোধ মুক্ত হয়।

এদিকে, অমরপুর শান্তি আশ্রমে আসার পথে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিশু সহ ৫ জন। জানা যায়, সাব্রুম থেকে অমরপুর শান্তি আশ্রমে আসার পথে অমরপুর যতন বাড়ি রাস্তায় অটো গাড়িটি হঠাৎই উল্টে যায়। এতে অটোতে থাকা শিশু সহ ৫ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিনজনের জখম বেশি বলে জানা গেছে। দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে অমর পুর হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।

স্বামীকে

● **প্রথম পাতার পর**

করেনি বলে অভিযোগ করেন। শশুড় বাড়ির লোকজনদের মদতেই স্ত্রী রিঙ্কু পিন্টু উপর নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। বর্তমানে রিঙ্কু পলাতক। পুলিশ রিঙ্কুর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে।

বিশালগড়ে

● **প্রথম পাতার পর**

বিকেল পাঁচটায় প্রবল ঝড়ের মধ্যে স্কুলের সামনে থাকা অফিসের বারান্দা থেকে প্রবল ঝড়ের সুযোগ নিয়ে চোর সিলিং ফ্যান চুরি করে নিয়ে যায় যা সম্পূর্ণ ধরা পড়ে যায় স্কুলের লাগানো সিসি ক্যামেরায়। বুধবার স্কুলে এসে শিক্ষকরা দেখতে পান অফিস কক্ষের সামনে বারান্দায় সিলিং ফ্যান নেই। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে লাগানো সিসি টিভি ক্যামেরা দেখতে পাওয়া যায় এক চোর বৃষ্টির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সিলিং ফ্যান চুরি করে নিয়ে যায়। বুধবার ঘটনা নিয়ে বিশালগড় থানায় স্কুলের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান স্কুলের শিক্ষকরা। চোরকে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

কি কারণ রয়েছে তার জন্য রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে দায়ী করেছেন তিনি। তিনি আরো বলেছেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক জনগণের জন্য শপথ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা অবনতি হচ্ছে। তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। আসন্ন নির্বাচনের যদি পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে কংগ্রেস নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে বাধ্য হবে বলেও এদিন হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়া

হার বাঁচাল ইংল্যান্ড, জয়ী ডেনমার্ক

এক বছর আগে ইউরো মঞ্চে ওয়াকিম লো-এর জার্মানির বিরুদ্ধে জয় এখন অতীত। বরং মঙ্গলবার টমাস মুলারদের বিরুদ্ধে যে ফুটবল উপহার দিলেন হ্যারি কেনরা, তাতে ইংল্যান্ড ম্যানেজার গ্যারেথ সাউথগেটের চিন্তা নিঃসন্দেহে বাড়তে বাধ্য।

ম্যাচের ১৩ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন কেলভিন ফিলিপস। তার পরে ইংল্যান্ড যেন আরও কুঁকড়ে গিয়েছিল। কাতার বিশ্বকাপের আগে নিজের দলকে সাজিয়ে নেওয়ার এটাই সবচেয়ে বড় মঞ্চ ছিল সাউথগেটের কাছে। কিন্তু বোঝা গেল, সেই কাজ এখনও গুছিয়ে ওঠা যায়নি। ম্যাচের ৫০ মিনিটে জোসুয়া কিমিখের পাস থেকে বক্সের উপর থেকে জোরালো শটে গোল করে যান জোনাস হফম্যান। ৮৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন। ম্যাচের পরে গণমাধ্যমে প্রাক্তন তারকা গ্যারি লিনেকার বলেছেন, "দলটা এখনও জমাট হয়ে ওঠেনি। সেটাই চিন্তা বাড়িয়ে দিচ্ছে।" বরং কাতার বিশ্বকাপের ছাড় পত্র না পাওয়া ইটালি মঙ্গলবার খেলল দাপুটে ফুটবল। নিকোলো বারেল্লা এবং লোরেঞ্জো পেলেগ্রিনির গোলে প্রথমার্ধেই হাঙ্গেরিকেকোণঠাসা করে দেয় রবের্তো মানচিনির দল। কিন্তু ৬১ মিনিটে জিয়ানলুকা মানচিনির আত্মঘাতী গোল ইটালিকে হঠাৎ করেই চাপে ফেলে দেয়। তবে পরে ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি হাঙ্গেরি।এ দিকে, নেশনস লিগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স এ বার দু'টি ম্যাচ থেকে পেল মাত্র এক পয়েন্ট। প্রথম ম্যাচ ডেনমার্কের কাছে ১-২ হেরে যান করিম বেঞ্জেমারা। সোমবার দ্বিতীয় ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে ড্র করল ফ্রান্স। অথচ কোচ দিদিয়ে দেশাঁর সোমবার লুকা মদ্রিচদের বিরুদ্ধে দলে ১০টি পরিবর্তন করে।

ম্যাচে একটা সময় পর্যন্ত মনে হচ্ছিল জিতবে ফরাসিরাই। উইসাম বেন ইয়েড্ডারের পাস থেকে ৫২ মিনিটে আদ্রিয়াঁ হাগিউ মাথা ঠান্ডা রখে ১-০ করে দেন। কিন্তু ৮৩ মিনিটে বক্সে একটা ফাউল হওয়ায় ভিডিয়ো রিপ্লে দেখে ক্রোয়েশিয়াকে রেফারি পেনাল্টি দিলে নিখুঁত প্লেসিংয়ে গোল করতে ভুল করেননি আন্দ্রে ক্রামারিচ।

তবে চলতি প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনদের ডেনমার্ক। তারাই এখন গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে। সোমবার অস্ট্রিয়াকে ২-১ হারানোয় তাদের দু'ম্যাচে পয়েন্ট ৬। এখন যা অবস্থা, তাতে ফ্রান্সের পক্ষে পরের বছর নেশনস লিগ চূড়ান্ত পর্বে খেলা বেশ কঠিন হয়ে পড়ল বলা যায়। ডেনমার্ক ও ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে পরপর দু'টি ম্যাচে এগিয়ে থাকার সুবিধা হাতছাড়া হওয়ার খেসারতই তাদের দিতে হল। তার উপরে সোমবার ক্রোয়েশিয়া শেষ দিকে দু'টি সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে হেরেও যেতে পারত ফ্রান্স।

ডেনমার্ক বনাম অস্ট্রিয়া ম্যাচ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের ৯০ মিনিট পরে। অস্ট্রিয়ায় খেলা শেষ পর্যন্ত শুরু হলে ২৮ মিনিটে ১-০ করে দেন ডেনমার্কের পিয়ের-এমিলে হোজবার্গ। ৬৭ মিনিটে সমতা ফেরান অস্ট্রিয়ার জাভের স্কালাজার। ডেনমার্ক জয়ের গোল পায় ৮৪ মিনিটে। করেন জঁ স্ত্রাইগার লার্সেন।আজ নেশনস লিগে: বেলজিয়াম বনাম পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড বনাম ইউক্রেন, ওয়েলস বনাম নেদারল্যান্ডস, স্কটল্যান্ড বনাম আর্মেনিয়া (সব ম্যাচ রাত ১২.১৫ থেকে)।

বলে-ব্যাটে সেরা ঋত্বিক, রিমান্ড ও হেমেন্দ্র সুপার আটে ঐকতানকে হারালো সালকা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। দুর্দান্ত জয় সালকা বাদলের। সুপার আটের দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রুপ লীগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে প্রথম জয়। ১০ দলীয় টুর্ণামেন্টে প্রাথমিক লীগের শেষে সুপার আট দলের গ্রুপ লীগ টুর্নামেন্ট চলছে। আয়োজক লংতরাই ভ্যালি ক্রিকেট এসোসিয়েশন। খেলা ছিল ধলাইয়ের দামছড়ায় হোকো তুইসা গভর্মেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে। ঐকতান ক্লাব বনাম সালকা বাদলের মধ্যে।সুপার আটে দ্বিতীয় গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে স্বাভাবিকভাবেই ওভার সংখ্যা ৩২ করা হয়েছিল। টস জিতে হালকা বাদল প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানায় ঐকতান ক্লাবকে। সীমিত ৩২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ঐকতান ক্লাব ১৭২ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে এজাজ আহমেদ সর্বাধিক ৪২ রান পায়। ৩২ বল খেলে এজাজ ৫টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪২ রান সংগ্রহ করে। হালকা বাদলের বোলার ঋত্বিক ত্রিপুরা ৪২ রানে চারটি, হেমেন্দ্র রুপিনী ও খগেনসা ত্রিপুরা ২টি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সালকা বাদলের শুরুটাই দুর্দান্ত হয়। ওপেনিং জুটির ৮৩ রান এবং দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ৩৯ রান দলকে দ্রুত জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে দেয়। ওপেনার হেমেন্দ্র রুপিনীর ৪১ রান এবং সৈনিক দেববর্মার ৩৫ রান উল্লেখযোগ্য। হেমেন্দ্র ৪২ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪১ রান পায়। পরবর্তী দায়িত্ব পালন করে রিমান্ড দেববর্মা ও মনোজ রিয়াংয়ের তৃতীয় উইকেটের জুটি। রিমান্ড মারকুটে ব্যাট চালিয়ে ৩৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪২ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। সঙ্গী মনোজ রিয়াং অপরাজিত ছিল ২৫ রানে। ২৫.৩ ওভার খেলেই সালকা বাদল জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। ঐকতান ক্লাবের সুরজিৎ সরকার ও বিশ্বজিৎ শীল ১টি করে উইকেট পেয়েছে। মূলতঃ ঋত্বিকের বোলিংয়ের পর হেমেন্দ্র ও রিমান্ডের অনবদ্য ব্যাটিংয়ের দৌলতে সালকা বাদল ৮ উইকেটে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে পরবর্তী রাউন্ডের লক্ষ্যে নিজেদের অবস্থান একধাপ এগিয়ে রেখেছে।

মেসি ছাড়া বাকি সবাই অনিশ্চিত

কাতার বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণার এখনো অনেক দিন বাকি। তবে বিশ্বকাপ দলগুলোর কোচেরা নিশ্চয়ই যাঁর যাঁর ভাবনাটা এগিয়ে রাখছেন এখন থেকেই। মাথার মধ্যে খসড়া একটা দলের ছবিও হয়তো আঁকা হয়ে গেছে অনেকেরই। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনিরও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। কেমন হবে তাঁর বিশ্বকাপ দল? শেষ মুহূর্তে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স, ফর্ম, কোচের কৌশল মিলিয়ে এক বা একাধিক চমক থাকতে পারে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিতলিওনেল মেসিকে ছাড়া কাতার যাবে না আর্জেন্টিনা দল।কেউ অবশ্য বলতেই পারেন, এটা কি আবার বলার মতো কিছু? আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দল নির্বাচনের কাজটা যে মেসির নামটা প্রথমে লিখেই শুরু করবেন স্কালোনি, এটা কে না জানে! তারপরও এমন বলার কারণমেসির মতো আরও অনেক চেনা মুখই হয়তো দেখা যাবে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দলে। তবে সেই চেনা মুখদের কারও ক্ষেত্রেই মেসির মতো 'নিশ্চিত' কথাটা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার তো মনে করেন, মেসি ছাড়া বাকি সবাইকেই আসলে জাতীয় দলে জায়গার জন্য লড়তে হবে। ইংলিশ ক্লাব ব্রাইটনের এই মিডফিল্ডার স্থানীয় একটি দৈনিকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'লিও (মেসি) ছাড়া আমরা সবাই আসলে দলে জায়গা পেতে লড়ছি। এ লড়াই চলবে (দল ঘোষণার) শেষ দিন পর্যন্ত।'

সেই বাকি সবার মধ্যে ম্যাক অ্যালিস্টার নিজে থাকলেও অন্যদের চেয়ে তিনি বরং কিছু পিছিয়ে। জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত সাকল্যে পাঁচটি ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে ২০১৯ সালে দুটি, এই বছর তিনটি। কোনো ম্যাচেই পুরো সময় খেলতে পারেননি। অন্য অনেকের মতো বড় কোনো ক্লাবেও খেলেন না। তবে খুব সাদামাটা দল নিয়েও যে ব্রাইটন এবার প্রিমিয়ার লিগের ৯ নম্বরে থেকে মৌসুম শেষ করেছে, এতে বড় ভূমিকা ছিল ম্যাক অ্যালিস্টারের। লিগে ৩৩টা ম্যাচ খেলেছেন, ৫টি গোল করেছেন, করিয়েছেন ২টি। খেলতে পারেন মাঝমাঠের যেকোনো জায়গায়। নিজের এই বৈচিত্র্যের কারণেই আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দলে থাকার সাহসী আশা করতে পারছেন ম্যাক অ্যালিস্টার, 'ব্রাইটনে আমি মাঝমাঠের তিনটি পজিশনেই খেলেছি, এমনকি খেলেছি ফলস নাইন হিসেবেও। একজন খেলোয়াড়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোচ ও তাঁর দলকে বিকল্প এনে দেওয়া।'

ইতালির বিপক্ষে লা ফিনালিসিমায় বেঞ্চে বসে থাকলেও এস্তোনিয়ার বিপক্ষে শুরুর একাদশেই খেলেছেন ম্যাক অ্যালিস্টার। ঘণ্টাখানেক মাঠে ছিলেন, চোখে পড়ার মতো বেশ কিছু মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন, একবার গিয়েছিলেন গোলের খুব কাছাকাছিও।

তবে দলে জায়গা পেতে যে শুধু এটুকু যথেষ্ট নয়, ম্যাক অ্যালিস্টারও তা জানেন। মাঝমাঠে আনহেল দি মারিয়া, রদ্রিগো দে পল, জিওভান্নি লো সেলসো, আলেহান্দ্রো গোমেজ, গিদো রদ্রিগেজ, লিয়ান্দ্রো পারেদেসদের সঙ্গে জায়গা পেতে লড়তে হবে তাঁকে। ২৩ বছর বয়সী ম্যাক অ্যালিস্টারের জন্য কাজটা খুবই কঠিন। তবে যেটুকু সুযোগ আছে, সেটা কাজে লাগিয়েই সেই কঠিন চ্যালেঞ্জ জয় করতে চান ম্যাক অ্যালিস্টার, 'আমি স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি। আমরা বিশ্বকাপের খুব কাছে চলে এসেছি। আমি সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করে যাব, যাতে চূড়ান্ত দলটা যখন ঘোষণা করা হবে, সেখানে যাতে আমার নাম থাকে।'

অমরপুরে সিনিয়র ক্রিকেটে আরসিসি বিবেকানন্দের রোমাঞ্চকর ম্যাচ টাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। অমরপুরে সিনিয়র লিগের ক্রিকেট ম্যাচ টাই হয়েছে। খেলা ছিল আরসিসি এবং বিবেকানন্দ ক্লাবের মধ্যে। আয়োজক অমরপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। খেলা হয়েছে রাঙ্গামাটি গ্রাউন্ডে। সিনিয়র ক্লাব লীগ টুর্নামেন্টের ১১ তম ম্যাচ। ৫০ ওভারের ডে ম্যাচ। সকালে খেলার শুরুতে টস জিতে আরসিসি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। বিবেকানন্দ ক্লাবকে আমন্ত্রণ জানায় প্রথমে ব্যাটিংয়ের জন্য। বিবেকানন্দ ক্লাব সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৯৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দেবোত্তম ঘোষের ৫৯ রান, ইমন হোসেনের ৪০ রানের পাশাপাশি শাকিল হোসেনের ৩০ রান উল্লেখযোগ্য। দেবোত্তম ৭৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৯ রান সংগ্রহ করে। আরসিসি-র রোলার পাপাই দাস ২৩ রানে চারটি এবং মনোজ দাস গুপ্ত ৪৮ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আরসিসি নির্ধারিত ৫০ ওভারের শেষ পর্যন্ত খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৯৯ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। টার্গেট ২০০-তে পৌঁছুতে পারেনি। প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানরা তেমন ভালো খেলতে পারেনি। তবে মিডল অর্ডারে রীতম দাস দুর্দান্ত খেলে ৭৯ রান সংগ্রহ করে দলকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে আসে। এছাড়া, সৌরভ হালদার ২৫, মনোজ দাশগুপ্ত ২৩ রান সংগ্রহ করায় শেষ পর্যন্ত ম্যাচ টাই হয়েছে। বিবেকানন্দ ক্লাবের বোলার দেবোত্তম ঘোষ ৪৬ রানে তিনটি এবং রতন জমাতিয়া ২৯ রানে ২ উইকেট পেয়েছে। ম্যাচ টাই হওয়ায় দুই দলকে ২-২ করে পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, পয়েন্ট তালিকায় কিন্তু এখনো শীর্ষে রয়েছে আরসিসি। এ পর্যন্ত চার ম্যাচ খেলে আরসিসি তিনটিতে জয় এবং একটিতে টাই করার সুবাদে ১৪ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে রয়েছে। বিবেকানন্দ ক্লাবও অপরাজিত রয়েছে চার ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জয় এবং একটিতে টাই ও একটিতে নো-রেজাল্টের দৌলতে ১২ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করছে।

মতেন্দ্র-র ৭ উইকেট : সুপার লিগে প্রথম জয়ের স্বাদ চাং কাও থাংগার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে জয় পেলো চাং কাও থাংগা দল। ১৫ রানে পরাজিত করলো রেক্স ক্লাবকে। শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি সিনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। বাইখোরা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চাং কাও থাংগা দলের ১৬২ রানের জবাবে রেক্স ক্লাব ১৪৭ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের মতেন্দ্র রিয়াং ৭ উইকেট নিয়ে দলকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। সুপারে দুই ম্যাচেই হেরে শেষ স্থানে রয়েছে রেক্স ক্লাব। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে চাং কাও থাংগা দল ২৪.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৬২ রান করে। দলের পক্ষে নীহাল চন্দ্র শ্রীবাস্তব ৬৯ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ৬ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৩, সুনীল রিয়াং ৩০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮,ক্লিন্টন রিয়াং ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং অভিনন্দন রিয়াং ৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। রেক্স ক্লাবের পক্ষে রবি শঙ্কর মুড়াসিং (৩/৬৩), কিষান মুড়াসিং (২/৩০), অনন্ত মুড়াসিং (২/৩০) এবং সন্দীপ মুড়াসিং (২/৩১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে মতেন্দ্র রিয়াং (৭/২৬) বিধ্বংসী বোলিংয়ে ১৪৭ রানে গুটিয়ে যায় রেক্স ক্লাব। দলের পক্ষে অমল রিয়াং ৭১ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০,কিষান মুড়াসিং ৩২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬, রবি শঙ্কর মুড়াসিং ১০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। চাং কাও থাংগা দলের পক্ষে মতেন্দ্র ছাড়া হিমালেশ সাংগমা (২/৫৬) সফল বোলার।

বৃহস্পতিবার থেকে ভলিবলের আবাসিক শিবির : সম্ভাব্য দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। আবাসিক শিবির শুরু আগামীকাল। সপ্তাহব্যাপী চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত। রাজ্য ভলিবল সংস্থার উদ্যোগে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সামনে ভলিবল কোর্টে হবে আবাসিক শিবির। ওই শিবিরের জন্য ১২ জন খেলোয়াড়কে বাছাই করলো রাজ্য ভলিবল সংস্থা। সংস্থার বার্ষিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ওই শিবিরের আয়োজন। লক্ষ্য একটাই, প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়দের উন্নতি করা। প্রতিদিন দুবেলা করে হবে শিবির। রাজ্য ভলিবল সংস্থার কার্যকরি সচিব চন্দন সেন খেলোয়াড়দের নাম ঘোষনা করেন। তিনি বলেন, 'রাজ্যের ভলিবল খেলোয়াড়দের উন্নতি করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তা মাথায় রেখেই আমরা কাজ করে চলছি'। শিবিরে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়রা হলো: বীরু দেববর্মা,নবীন কুমার সরকার, নিরুপম নাথ, রিমন দাস, দীপু জমাতিয়া, আদর্শ দেববর্মা, অনিক ঘোষ, আর্বিন সিনহা, জুয়েল দেববর্মা, রাহুল মিঁয়া, সিন্দুরাই জমাতিয়া এবং পবন কুমার শাহ।

অবনীর নতুন বিশ্বরেকর্ড

টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন অবনী লেখারা প্যারা শুটিং বিশ্বকাপে সোনা জিতেছেন। পাশাপাশি ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের এসএইচওয়ান বিভাগে ২৫০.৬ স্কোর করে গড়েছেন নতুন বিশ্বরেকর্ড। ২০ বছর বয়সি অবনী প্যারিসে হওয়া এই প্রতিযোগিতায় নিজেরই বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন (২৪৯.৬)। পাশাপাশি সোনা জিতে তিনি ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সেও নিজের জায়গা পাকা করে ফেললেন। "বিশ্বরেকর্ড স্কোর করে ও ২০২৪ অলিম্পিক্সে ভারতের প্রথম কোটা নিশ্চিত করে গর্বিত। যাঁরা আমায় সমর্থন করে এসেছেন তাঁদের অনেক ধন্যবাদ।" গণমাধ্যমে লিখেছেন অবনী।

গত বছর অগস্টে টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে অবনী ১০ মিটার এসএইচওয়ান বিভাগে সোনা জেতেন। এর পরে ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে এসএইচওয়ান বিভাগে তিনি ব্রোঞ্জ জিতে প্যারালিম্পিক্সে প্রথম ভারতীয়মহিলা হিসেবে একাধিক পদক জয়ের নজির গড়েন।

খেলো ইন্ডিয়ায় হরিয়ানাকে ছাপিয়ে মহারাষ্ট্র ৫ম দিন পদকহীন ত্রিপুরা সেই ষোলোতেই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। পদক জয়ের খরা কাটেনি ত্রিপুরা শিবিরের। হরিয়ানার পঞ্চকুলায় খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসেত্রিপুরার অবস্থান সেই ষোলোতেই রয়েছে। ৩৫ রাজ্য দলের আসরে আয়োজক হরিয়ানাকে ছাপিয়ে গেছে মহারাষ্ট্র। পঞ্চম দিনের শেষে মহারাষ্ট্র ২৪টি সোনাসহ ৬৭টি পদক পেয়ে তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। আয়োজক হরিয়ানা ২৩টি সোনা সহ ৭৩টি পদক নিয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে মনিপুরের অবস্থান অনেকটা ভালো। মণিপুরে এ পর্যন্ত বারোটি স্বর্ণপদকসহ ১৭টি পদক নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ত্রিপুরা অনেকটাই গৌরবান্বিত দুটি স্বর্ণপদক ও দুটি ব্রোঞ্জ পদকসহ মোট চারটি পদক পেয়ে ১৬ নম্বর স্থানে অবস্থান করছে। উল্লেখ্য, বড় বড় প্রদেশ কর্ণাটক ২১শে, উড়িষ্যা ২৩শে, হিমাচল প্রদেশ ২৪শে, গুজরাট ২৬শে, বিহার ২৮শে অবস্থান করছে দেখে খেলাধুলায় রাজ্য সমূহের অবস্থান আঁচ করে অনেকেই অনেক কিছু বলছেন। সারা দেশ জুড়ে ক্রীড়া পরিকাঠামো, প্রশিক্ষণ বিষয়ে আরো আলোচনা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে বলে ক্রীড়ামোদী মহলের ধারণা। এদিকে, আজ বুধবার, ত্রিপুরার ফলাফলে - অ্যাথলেটিক্সে সুমিতা দেববর্মা ১০০ মিটার হার্ডলসে ফাইন্যাল রাউন্ডে উঠে। পরে বিকালে ফাইন্যালে রাউন্ডের লড়াইয়ে শেষ স্থান পায়। ডিসকাসে বন্যা সরকার বিদায় নেয় বিকালে ২০০ মিটার দৌড়ে বালিকা বিভাগে ঝর্ণা বালা দেবনাথ হিটে বিদায় নেয়। বালক বিভাগে কুশ কুমার দত্ত ফাইন্যাল রাউন্ডে উঠে। আগামীকাল ফাইন্যাল। আম্বালায় সাঁতারে নয়ন দে ও প্রশান্ত পোদ্দার ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে, রিয়াজ ত্রিপুরা, ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে, সাকিব উদ্দিন ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে, আসমা দেববর্মা ও অনিন্দিতা দেবনাথ ৫০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে এবং মহিমা সেন ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে হিট থেকেই ছিটকে যায়। কালারি পাট্টায়ার দুজন লড়াই করবে। তারা দিল্লী থেকে এসেছে। জুডো আগামী ১০ জুন থেকে শুরু হবে। টেনিস আগামীকাল কোয়ার্টার ফাইনাল হওয়ার কথা রয়েছে।

ক্রিকেট কোচদের নিয়ে ফার্স এইডট্রেনিং

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। রাজ্যের ক্রিকেট কোচদের নিয়ে তিনদিনের ফার্স এইড ট্রেনিং কোর্স শুরু হলো এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউসে। রেড ক্রস সোসাইটি এবং টিসিএর যৌথ উদ্যোগ্যে আয়োজিত হলো এই কোর্স। উপস্থিত ছিলেন টিসিএর যুগ্ম সচিব কিশোর কুমার দাস সহ রেড ক্রসের কর্মকর্তারা। শিবিরে কোচেদের উপস্থিতি ছিল প্রশংসনীয়। এই কোর্স কোচেদের জন্যই বিশেষ ভাবে আয়োজন করলো টিসিএ। কেন না ক্রিকেট মাঠে এই কোর্সের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

Matter of Publication

This is for information to all members of general public/contesting candidates/political parties etc. that Sri Jeetendra Kumar, IRS, ECI Expenditure Observer who has been appointed as Election Expenditure Observer for Bye-Election to 6-Agartala & B-Town Bordowali Assembly constituencies has arrived in the state on 05.06.2022

Place of stay, contact number, visiting hours of the concerned ECI Expenditure Observer and o ther details are given below :

Name of the ECI Observer	No. & Name of the Assembly Constituencies	Place of Stay	Contact Number	Visiting hours
Sri Jeetendra Kumar, IRS, ECI Expenditure Observer	6-Agartala & 8-Town Bordowali	Sonar Tori Guest House, Capital Complex, Agartala. Room No - 212	9863109114	09.30 AM to 10.30 AM

For making contact Liaison officer to the observer may be contacted.
Name of Liaison Officer : Sri Srikanta Nath
Contact number : 8974468344

Sd/-Illegible
District Election Officer
(District Magistrate & Collector)
West Tripura District, Agartala.

ICA/D/366/22

Name of Item : Sale of 2 two nos. lots of Broom grass of Teliamura Forest Sub-Division under Khowai District during 2022-23

Tripura Forest Department (SDFO, Teliamura) invites a Quotation from the Bidders/Firms/Agencies for sle of following departmentally operated Broom Grass and the Quotation will be opened on 10/06/2022 from 10:00AM to 05:00 PM by a committee If possible.

Commodity Details :-

Broom Grass under Teliamura Forest Sub-Division

Lot Code	Lot No.	Description/ Grade of the Commodity	Quantity (In Kgs)	Tentative Base Price (In Rs.)	Earnest Money (In Rs.)	Auction Fee (In Rs.)	Pick up/ Lifting location address
MUK 1	1	Broom grass during 2022-23 at Mungiakami Range	200 Kgs	Rs.9,000.00	Rs.450.00	-	Mini CCFC Lokuhamkra JFMC Mungiakami Beat under Mungiakami Range Office
TLM 2	2	Broom grass during 2022-23 at Teliamura Range	600 Kgs	Rs.27,000.00	Rs.1,350.00	-	Mini CCFC Tangpui JFMC Khasiamanga Beat under Teliamura Range Office
Total =			800.00kgs	Rs 36,000.00	Rs 1,800.00	-	

Time Schedule and Key details of the e-auction

Sl.	Particulars of Auction	Date and Time
1	Document Submission Start Date	02/06/2022 10:00 AM
2	Document Submission End Date	24/06/2022 05:00PM
3	Approval Start Date	25/06/2022 10:00AM
4	Approval End Date	25/06/2022 05:00PM

ICA-C-837-22

Sd/-Illegible
Sub Divisional Forest Officer
Teliamura Forest Sub-Division

AUCTION NOTICE

The Executive Engineer, PWD(R&B), Teliamura Division, Teliamura, Khowai District, Tripura invites on behalf of the "Gopvernor of tripura" Item rate auction from enlisted Contractors/ Firms/Agencies of Tripura PWD/TTAADC and other eligible individuals vide Press notice inviting auction No. 07/EE/TLM/2022-23, dated 04/06/2022 for the following work upto 3.00 PM on 15/06/2022. Other necessary information can be seen in the Division office in office hour.

SL NO	NAME OF THE WORK	SECURITY MONEY	RESERVE PRICE	TIME FOR COMPLETION
1	Demolishing of old Office building of Legal Metrology at Teliamura under Khowai District. / Pitched roof structure with full brick wall, CC flooring. plinth protection etc. **Plinth area= 116.395 Sqm.**	Rs. 534.00	Rs. 26,723.00	15 (Fifteen) Days

ICA-C-833-22

Sd/- (Er. G. Jamatia)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD(R&B)

উপনির্বাচনে বিজেপিকে যোগ্য জবাব দিতে কংগ্রেস প্রস্তুত : সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। ত্রিপুরায় চারটি আসনে উপনির্বাচনে শাসক দল বিজেপিকে যোগ্য জবাব দিতে কংগ্রেস পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে বলে কড়া বার্তা দিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি জোট সরকারের প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ। এখন ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী তিনি। তাঁর আশ্বাস, যে কোন পরিস্থিতিতে নেতারা কর্মী-সমর্থকদের পাশে থাকবেন। আজ তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, নির্বাচনের দিন বুথ কেন্দ্রে বাঁধা প্রাপ্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবেন। বুথ দখলের একটি ঘটনাও বরদাস্ত করা হবে না। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, বিজেপি সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করেছে। ত্রিপুরার ভাল হোক প্রত্যাশায় বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু, মানুষের সেই প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই সরকার। তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে প্রতিশ্রুতি খেলাপের যোগ্য জবাব দিতে হবে। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত হতে না দেওয়ার জন্য জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাঁর সাফ কথা, উপনির্বাচনে কারচুপি বরদাস্ত করা হবে না। ভোট প্রহসন করার চেষ্টা হলে কংগ্রেস যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে, হুশিয়ারি দিয়ে বলেন তিনি। তাঁর আহবান, হাতে হাত মিলিয়ে সকলে এগিয়ে আসুন।এদিনের সুদীপ রায় বর্মনের বার্তা দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, চারটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস দুইটি আসনে ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে, বাকি দুইটি আসনে কর্মীরা পাশে না থাকলে বিজেপিকে লড়াই ছুড়ে দেওয়া সম্ভব হবে না, বুঝতে পারছেন সুদীপ রায় বর্মণ। তাই, গোঁড়াতেই ভোকাল টনিক দিয়ে কর্মীদের চাঙ্গা করতে চাইছেন তিনি, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল এমনটাই মনে করছে।

৮ টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রে ভোট প্রচার করছেন বিজেপি প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা । ছবি নিজস্ব।

দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জুন।। সমাজসেবামূলক কাজ করতে গেলে সমাজসেবার মনোভাব প্রয়োজন। তারই এক দৃষ্টান্ত উঠে এলো ভারতীয় মজদুর সংঘ তেলিয়ামুড়া ইউনিটের উদ্যোগে দুঃস্থ স্কুল পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করা হয় বুধবার। এদিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার, সহ পুরো পিতা মধুসূদন রায় সহ সমাজসেবক রঞ্জিত সূত্রধর। ভারতীয় মজদুর সংঘ তেলিয়ামুড়া ইউনিটের উদ্যোগে বাস এবং জীপ চালকরা নিজেদের উদ্যোগে গরীব দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ কর্মসূচি হাতে নিয়ে। সেই কর্মসূচি অনুসারে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়ের হাত ধরে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয়। এদিন আমন্ত্রিত অতিথি কল্যাণী রায় নিজের হাতে গরীব দুস্থদের মধ্যে পুস্তক তুলে দেন। এদিনের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বলতে গিয়ে তিনি বলেন বাস এবং জীপ গাড়ি চালকরা স্বল্প অর্থের মধ্যে দিয়ে গরীব দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করাতে প্রশংসা করেছেন।

উপনির্বাচনের প্রচারে বামফ্রন্ট প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। আসন্ন উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত ৮ বড়দোয়ালী কেন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী রঘুনাথ সরকারের সমর্থনে মিছিল সংঘটিত হয়েছে। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী রঘুনাথ সরকারসহ ফরওয়ার্ড ব্লকের কয়েকজন নেতাকর্মী।

উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের অন্যান্য দুটি কেন্দ্রে ঝড়ো প্রচার চালাচ্ছে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। বাম দলও পিছিয়ে নেই। প্রত্যেকটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছেন বামফ্রন্ট। বুধবার ফরওয়ার্ড ব্লকের নির্বাচনী মিছিলে রঘুনাথ সরকারকে আসন্ন উপ নির্বাচনে জয়যুক্ত করার আহবান জানিয়েছেন নেতাকর্মীরা।

প্রার্থী রঘুনাথ সরকারের কথায়, রাজ্যের মানুষ অপশাসন থেকে মুক্ত হতে বামফ্রন্টের পক্ষে রায় দেবেন। তিনি এও জানিয়েছেন, মানুষের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ বলছেন, পুরভোটে তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। তাই উপনির্বাচনে যেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হোক।

উপনির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে সরকারকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে মানুষের কথা তুলে ধরার অধিকার পাওয়ার জন্যই নির্বাচনে লড়াই করবেন বলে জানিয়েছেন রঘুনাথ সরকার। জয় সম্পর্কে ১০০ শতাংশ আশাবাদী তিনি।

টিএমসিতে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেতে করনীয় বিষয় নিয়ে বুধবার হাপানিয়ায় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ ও ডঃ বি আর আম্বেদকর হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং স্কুলের যৌথ উদ্যোগে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। আগরতলা হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মডিকেল কলেজ এন্ড বি আর আম্বেদকর হসপিটালে বুধবার অগ্নিনিরোধক সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করা হয় সচেতনতামূলক। কিভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হবে বা আগুন লাগলে তা কিভাবে সামাল দিতে হয় সেই বিষয়ে সকলকে সচেতন করা হয়। এই সচেতনতা মূলক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বি আর আম্বেদকর হসপিটাল এর সুপারেন্টেন্ড জয়ন্ত পোদ্দার ও সোসাইটির ওএসডি নন্দন সরকার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার অসীম বিশ্বাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন কর্মসূচিতে কোথাও কোন অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলেই কিভাবে আগুন নেভানো যায় এবং কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা দুর্ঘটনা ঘটলে কিভাবে উদ্ধার করা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ত্রিপুরার মেডিকেল কলেজ এন্ড ডাক্তার বি আর আম্বেদকর হাসপাতালে আয়োজিত সচেতনতামূলক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে এ ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ভারতে করোনা-সংক্রমণ বেড়ে ৫,২৩৩; মৃত্যু ৭ জনের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা একধাক্কায় ৫-হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে, করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যে স্বস্তির বিষয় হল মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ২৩৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৭ জনের। দেশে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১.৬৭ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২৮,৮৫৭-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,৮৮১ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৭ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ০৮৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৪,৪৩,২৬,৪১৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৭১৫ জন (১.২১ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৪৫ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৬,৩৬,৭১০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭২ শতাংশ। কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৪.৪৩-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ০৮৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৪,৪৩,২৬,৪১৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ জুন সারা দিনে ভারতে ৩,১৩,৩৬১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৫,৩৫,২২,৬২৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৩,১৩,৩৬১ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫,২৩৩ জন।

বিলোনীয়া পুর পরিষদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ জুন।। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য এবং পৃথিবীকে ভূ উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা করে পৃথিবীর ভার সাম্য বজায় রাখার বাস্তব রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে-বিলোনীয়া পুরপরিষদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। বুধবার বিলোনিয়া আযকলোনী শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়াম কমপ্লেক্সে গাছ লাগিয়ে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি শুভ সূচনা করেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। এদিনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাঝে বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন সংবাদ মাধ্যমে সামনে জানান পুরপরিষদের সতেরটি ওয়ার্ডে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ড এলাকার সকলকে সঙ্গে নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করা হবে। পাশাপাশি তিনি এও বলেন গাছ লাগানোর পাশাপাশি গাছগুলিকে পরিচর্যা করার দায়িত্ব নিতে হবে। গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পুরপরিষদ এর পক্ষ থেকে ব্যবসা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। এদিনের বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও পুরপরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সহ পুরপরিষদের আধিকারিক গন।

লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশি গীতিকার জাহাঙ্গীর রানার কদমতলার চল্লিশ দ্রোণের মুক্তিযোদ্ধাদের কবর পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৮ জুন।। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ২০ লক্ষ বাঙালিকে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরতা, হিংস্রতা মানবাধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করেছিল।ভারত যদি এগিয়ে না আসতো তাহলে বাংলাদেশ নামক একটি দেশের জন্ম হতোনা। ভারতের সিমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছিল আর তাতে লাখ লাখ নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিশেষ করে হিন্দুরা। এই মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৫ মুক্তিযুদ্ধার দেহ কবরস্থ করা হয় উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন চল্লিশ দ্রোণ কবর স্থানে। প্রাথমিক অনুমান,পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে কবর দিতে দেয়নি, তাই সিমান্তের এপারের লোকেরা তাদের কবর দেয়। লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশি গীতিকার, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ জেলা শাসকের কার্য্যালয়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৮ জুন।। বুধবার বেলা ১১ টায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ে আরোগ্য ধারা প্রকল্পের দ্বিতীয়বর্ষে কর্মসূচির সূচনা হয়। এই প্রকল্পের কর্মসূচির স্বরূপ বিগত বছরের ন্যায় এক কার্যালয় ভিত্তিক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু ওয়াহিদ এ সহ মোট ১৭ জন জেলাশাসক অফিসে কর্মরত কর্মীগন রক্ত দান করেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার প্রতিটি মহকুমা, ব্লক, অন্যান্য সরকারী দপ্তর এ ধরনের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এক বর্ষব্যাপী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্যোগে ইতিমধ্যেই একটি ব্লাড ডোনেশনের ক্যালেন্ডার তারিখ ও সংশ্লিষ্ট অফিসের নাম সহ বিভিন্ন দপ্তরে ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে পাঠানো হয়েছে। কর্মচারীদের রক্তদানে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ।

মহাকরণ অভিযান করবে রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে বুধবার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে। কর্মশালায় মূলত বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচির রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নেতৃত্বরা। বর্তমানে তাদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলি নিয়ে তারা আগামী দিনে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন বলেও জানিয়েছেন। বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ল রেপো রেট, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতির অনুমান ৬.৭ শতাংশ

মুম্বই, ৮ জুন (হি.স.): পলিসি রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। বুধবার আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, মুদ্রানীতি কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে পলিসি রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ার পর রেপো রেট বেড়ে হল ৪.৯০ শতাংশ। আরবিআই গভর্নর আরও জানিয়েছেন, স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি রেট থাকছে ৪.৬৫ শতাংশ, মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি রেট ও ব্যাঙ্ক রেট ৫.১৫ শতাংশ থাকছে।

আরবিআই-এর এই ঘোষণার ফলে ঋণে সুদের হার বাড়তে চলেছে। এর আগে গত ৪ মে পলিসি রেপো রেট ৪০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। নতুন ঘোষণায় জানানো হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৪.৯০ শতাংশ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারক কমিটির বৈঠকে এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন কমিটির সদস্যরা। তার পরেই রেপো রেট বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আরবিআই গভর্নর জানিয়েছেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি অনুমান করা হচ্ছে ৬.৭ শতাংশ।

দিল্লির জামিয়া নগরে ইলেকট্রিক মোটর পার্কিংয়ে আগুন; পুড়ল গাড়ি, মোটরবাইক

নয়াদিল্লি, ৮ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! এবার আগুন লাগল দিল্লির জামিয়া নগরের ইলেকট্রিক মোটর পার্কিংয়ে। আগুনে জীবনহানির কোনও ঘটনা না ঘটলেও, ১০টি গাড়ি, একটি মোটরবাইক, দু'টি স্কুটি, ৩০টি নতুন ই-রিক্সা ও ৫০টি পুরাতন ই-রিক্সা পুড়ে গিয়েছে। বুধবার সকালে জামিয়া নগরের ইলেকট্রিক মোটর পার্কিংয়ে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১১টি ইঞ্জিন।ততক্ষণে আগুন ধরে যায় ১০টি গাড়ি, একটি মোটরবাইক, দু'টি স্কুটি, ৩০টি নতুন ই-রিক্সা ও ৫০টি পুরাতন ই-রিক্সায়। দমকল কর্মীদের অনেক প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। যে সময় আগুন লাগে তখন পার্কিং ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দমকল জানিয়েছে, অনেক গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বেশ কয়েকটি ই-রিক্সা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

এমবিবি স্টেডিয়ামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কোর্সের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। বুধবার ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং ইন্ডিয়ার রেডক্রস সোসাইটি ত্রিপুরা শাখার যৌথ উদ্যোগে আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউসে চারদিনের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব কিশোর কুমার দাস ও ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি ত্রিপুরার শাখার সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্যরা। এই ট্রেনিং ক্যাম্পে মোট ৪০ জন অংশ নিয়েছেন ইতিমধ্যেই। এদের মধ্যে রয়েছে অফিস কর্মী, কোচ ও ফিজিওথেরাপিস্ট। প্রথম দিনে ২০ জনের প্রসিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদের শেষ হলে বাকী ২০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব কিশোর কুমার দাস। ফাস্ট এইড ও সিপিআর দেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই শিবিরে। রাজ্যের কোচ ও সহযোগী কর্মীদের নিয়ে এই শিবির করা হচ্ছে বলে জানা যায়। মূলত খেলার মাঠে হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এই আয়োজন।

পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইয়ের দাবিতে ডেপুটেশন এআইডিএসও-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। ত্রিপুরায় অতিসত্বর সমস্ত স্কুলগুলিতে পাঠ্যক্রম এবং বই সরবরাহ করা সহ বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নামে শিক্ষায় বেসরকারীকরণ বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বুধবার রাজ্যের উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে অল ইন্ডিয়া ডিএসও।

ডেপুটেশন প্রদান করার আগে শিক্ষা দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

তাঁদের অভিযোগ গ্রীষ্মের বন্ধের পর স্কুল খুলে গেছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে বই প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়নি। রাজ্যের বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে পাঠ্য বই এবং পাঠ্যক্রম দুটোই প্রদান করা বাকি রয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে পড়ছেন বলে অভিযোগ করেছেন অল ইন্ডিয়া ডিএসও নেতৃত্বরা।এছাড়াও বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নাম করে রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। শিক্ষাব্যবস্থা বেসরকারিকরণ অগণতান্ত্রিক বলে দাবি করা হয়েছে এদিন।

ত্রিপুরার ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করে শিক্ষা দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র পশ্চিম জেলা সম্পাদক দেব প্রসাদ চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প নিয়ে বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনগুলির তরফ থেকে প্রতিনিয়তই প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে।

এবছররথযাত্রা জমজমাট করার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জুন।। করোনা প্রকোপের জেরে গত দুই বছর স্বাভাবিক ভাবে রাজধানীর শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিউ মন্দিরে রথযাত্রা উৎসব পালন করা যায়নি। শুধু মাত্র নিয়ম রক্ষা করার জন্যই রথ যাত্রা হয়েছিল। তবে করোনার প্রকোপ থেকে বর্তমানে সেরে উঠেছে রাজ্য। তাই ২ বছর পর এবার পুনরায় আগের মতো মহা সমারোহে রথযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন আয়োজন। রথযাত্রাকে সামনে রেখে বর্তমানে জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি। শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিউ মন্দিরের অভেদামন দাস জানান ১৪ জুন অনুষ্ঠিত হবে জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা। ১ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে রথযাত্রা। গত দুই বছর করোনার কারণে রথযাত্রা পালন করা যায়নি। তাই এই বছর সুন্দর ভাবে রথযাত্রা পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রথযাত্রার মাধ্যমে সনাতন ধর্মের প্রচার করতে চান বলেও জানিয়েছেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।